493/B/3G.T.Road, South Howrah, (033)2641 4514,9830086733/ 9433387953

www.facebook.com/alipur.barta.5

সাপ্তাহিক

আলিপুর বার্তা

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

গিরীশ ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস ৪৯৩/ বি /৩, জিটি রোড, দক্ষিণ হাওড়া
ফোন (০৩৩) ২৬৪১-৪৫১৪, ৯৮৩০০৮৬৭৩৩/ ৯৪৩৩৩৮৭৯৫৩

কলকাতাঃ৪৮ বর্ষ,৩০ সংখ্যা, ২ জৈষ্ঠ্য-৮ জৈষ্ঠ্য ,১৪২১ঃ১৭ মে-২৩ মে,২০১৪, Kolkata : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.30, 17 May-23 May, 2014 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

ঐতিহাসিক পালাবদল, কংগ্রেসের যুগ শেষ

মোদি ম্যাজিকেই কিস্তিমাত

ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী

শুক্রবার বেলা সোয়া বারোটায় সমস্ত চ্যানেলে ছড়িয়ে গেল ভাদোদরায় নরেন্দ্র মোদি পাঁচ লক্ষের বেশি রেকর্ড ভোটে জয়ী হয়েছেন, বলা ভাল প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। এমনটাই হওয়ার কথা ছিল। এবারে রাম রথ, মন্দির মসজিদ ইস্যু নিয়ে বিজেপি কান্ডারি ভোট ময়দানে মাঠে নামেননি। 'মা-বেটার' সরকার এর দুর্নীতির বিরুদ্ধে সারা ভারত জুড়ে দাপিয়ে বেরিয়েছেন। দুশো বাহাত্তর প্লাস ছাপিয়ে দু'হাত ভরে ভারতবাসী মোদিকে পদ্ম ফুল দিতে কার্পণ্য করেনি। কোয়ালিশন যুগ শেষ করেদিলেন গুজরাজ মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

এবারে জয়া-মায়া-মমতার চাপ মুক্ত হয়ে কাজ করার সুযোগ পেলেন সাম্প্রতিককালের কোন প্রধানমন্ত্রী। নানা নিন্দা, নানা অপমানজনক শব্দ বদ্ধকে উড়িয়ে দিয়ে আজ নরেন্দ্র মোদি ভারতের ভার হাতে নিলেন। দু'টি লোকসভা কেদ্রে জয়ী নরেন্দ্র মোদি তাঁর জন্মদাত্রী মা হীরাবেনের আশীর্বাদ নিয়ে যখন বাইরে বেরিয়ে এলেন তখন মোদি প্রকৃত অর্থেই আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের কেন্দ্রবিন্দুটি।

ঘরে ঘরে বেকার থাকবে না, উন্নয়নের আশ্বাস নিয়েই মোদি পুরনো এবং নিতুন ভোটরদের মনে যে বিপুল আশা জাগাতে সফল হয়েছেন তার প্রমাণ দিল্লির এই ঐতিহাসিক পালাবদল। যতই করপোরেট দুনিয়ার হাত কিংবা বিজ্ঞাপনের প্যাকেজিং বলে মোদির জয়কে খাটো করার চেষ্টা হোক, ব্যক্তি মোদিকে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বক্তব্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁকে সাম্প্রদায়িক তকমা দিয়ে নিজেদের ভোট ব্যাঙ্ক রাজনীতি আড়াল করা কিংবা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ বারংবার দেশের জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার 'ঐতিহ্য' এবার ভেঙে পড়ল। মুলায়ম, মায়াবতী কিংবা জয়ললিতাদের রাজনৈতিক চরিত্র দেশের মানুষ বারংবার দেখেছেন। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর আমলে মিলিজুলি জোট সরকারের সূচনা হয়েছিল। ষোড়শ লোকসভায় বিপরীত চিত্র। মোদির সঙ্গে ছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ আর যোগগুরু রামদেবজি। রামদেবজি বিদেশে সঞ্চিত 'কালাধন' নিয়ে কম আন্দোলন করেননি। তাঁর বিরুদ্ধে নানা সময় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আঘাতও নেমে এসেছিল। আজ পাড়ায় পাড়ায় সকাল বেলায় শরীরচর্চার যে অল্প সংখ্যক মানুষকেও একসঙ্গে পাওয়া যায় তাঁরা রামদেবজির টেলিভিশন শো-এর শিষ্যশিষ্যা। নরেন্দ্র মোদি একান্তে পাশে পেয়েছেন এই যোগগুরুকে। প্রকৃত পক্ষে এই রামদেবজিই সরাসরি অন্য কোনও রাজনৈতিক দল না গড়ে একেবারে ভারতপন্থী ভারতীয় জনতা পার্টিকেই সমর্থনের ডাক দিয়েছিলেন। 'এক দেশ এক আইন এক নিশান'-এই ভাবনায় ভাবিত নরেন্দ্র দামোদর মোদির উঠে আসা প্রকৃত তৃণমূলস্তর থেকে। যিনি চা বিক্রি করেছেন কৈশোরের দিনগুলিতে, যিনি সাংসারিক সুখশান্তি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বৃহত্তর ভারত সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন এমন একজন প্রকৃত 'সর্বহারা' মানুষের হাতে ভারতের ভার তুলে দিতে বিজেপি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম থেকে উদ্যোগী হয়েছিল। রেকর্ড সংখ্যক সভায় মোদি সারা ভারত জুড়ে বক্তৃতা করেছেন। সেই রাজ্য, সেই অঞ্চলের সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে তিনি বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে নানা কুৎসা, অপপ্রচারের তিনি আকর্ষনীয় হাস্যরসের মাধ্যমে জবাব দিয়েছেন। এ রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে নানা অকথা-কুকথা বললেও তিনি 'দিদি' সম্বোধনে প্রাজ্ঞ রাজনৈতিক নেতার ভূমিকা পালন করেছেন।

এরপর তিনের পাতায়

এই জয় ভারতের জয়, ভারতের ভাল দিন আসছেঃ মোদি

রাজ্যে থেমে গেল মোদি'র অশ্বমেধের ঘোড়া

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে এসে থেমে গেল বিজেপি/মোদির অশ্বমেধের ঘোড়া। নির্বাচনের আগে বিরোধীরা বারবার রাজ্যসরকার তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনলেও অনেকগুলি কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থীরা লক্ষাধিক ভোটে জয়ী হয়েছে। দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ১) রাজ্য থেকে বাম প্রার্থীদের প্রায় মুছে যাওয়া, ২) পশ্চিমবাংলায় বিজেপি'র উত্থান। কিন্তু এই ডামাডোলের মধ্যেও তৃণমূল প্রার্থীরা ২০০৯ সালের প্রেক্ষিতে এবারে প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যায় আসন পেলেও অনেক ক্ষেত্রেই আগামী দিনে কলকাতা পুরসভা এবং তার পর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি যে বেগ দিতে পারে তা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। বিরোধীরা বার বার অভিযোগ করছেন, রিগিং করে তৃণমূল প্রার্থীরা এই বিপুল জয় পেয়েছেন। কিন্তু কোনও ছাত্র বা ছাত্রী টুকে পরীক্ষায় প্রথম হতে পারে না একথা যেমন সত্যি, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নানান কারণেই তৃণমূল কংগ্রেসকেই সমর্থন করেছেন একথাও অকপটে বলা যায়। এবারের লোকসভা নির্বাচনে ভোট হয়েছে মূলত অনুন্নয়ন তথা প্রগতির পক্ষে এবং বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের কোনও নেতৃত্বের সন্ধান পাওয়া যায়নি, সেই কারণে। ন'বারের সাংসদ সিপিএমের বাসুদেব আচারিয়া পরাজিত হয়েছেন অভিনেত্রী মুনমুন সেনের কাছে। সহজ সরল হিসেব অনুযায়ী শ্রী আচারিয়া ন'বারে এমপি কোটার টাকা পেয়েছেন ৯০ কোটি। কিন্তু আজও বাঁকুড়ায়, অন্যত্রের কথা ছেড়ে দিলেও তাঁর নিজের গ্রাম 'বেরো'র অনুন্নয়ন দেখলে যে কোনও সাধারণ মানুষ তাঁর বিরোধিতা করবেন। একই অবস্থা মেদিনীপুর কেন্দ্রেও। সেখানেও দীর্ঘদিন সিপিআই প্রার্থীরা জয়লাভ করলেও এলাকার কোনও উন্নয়ন হয়নি। প্রায় একই কারণে বিপরীতভাবে দেখা যাবে, তমলুক এবং কাঁথিতে উন্নয়নের কাজে সফল হওয়ার জন্য তৃণমূলের শুভেন্দু ও শিশির অধিকারী জয়ী হয়েছেন।

রায়গঞ্জ কেন্দ্রে ফাঁকতালে, তৃণমূল এবং কংগ্রেসের ভোট কাটাকাটিতে মাত্র ১,৬৩৪ ভোটে জয়ী হয়েছেন সিপিআইএম প্রার্থী মহম্মদ সেলিম। বিস্ময়করভাবে উত্তরবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস খুব ভাল ফল করেছে।

এরপর তিনের পাতায়

দক্ষিণ ২৪ পরগনায়

তৃণমূলের দুর্গ অটুট, বিজেপি'র উত্থানে সকলেই অবাক

কুনাল মালিক

সমস্ত জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে আবারও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস তাদের দুর্গকে অক্ষত রাখল। এই প্রথমবার এককভাবে লড়ে জেলার জয়নগর, মথুরাপুর, ডায়মন্ড হারবার ও যাদবপুর কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থীরা অনায়াসেই জয়লাভ করলেন।

যাদবপুর কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী সুগত বসু সিপিএম প্রার্থী তথা জেলা সিপিএমের সম্পাদক সুজন চক্রবর্তীকে প্রায় ১,২২,০০০ ভোটে, জয়নগরে তৃণমূল প্রার্থী তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল নস্কর বামপ্রার্থী সুভাষ নস্করকে ১,০৮,৪১৯ ভোটে, ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৭১,৪১৭ ভোটে সিপিএম প্রার্থী ডাঃ আবুল হাসনাতকে এবং মথুরাপুরে তৃণমূল প্রার্থী সিপিএম জাটুয়া লক্ষাধিক ভোটে সিপিএম প্রার্থী রিঙ্কু নস্করকে পরাজিত করেছেন। স্বভাবতই তৃণমূল নেতাদের ভোট গণনার দিন উদ্ভাসিত ভূমিকায় দেখা যায়। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় চারটি কেন্দ্রই বিজেপি প্রার্থীরা প্রচুর ভোট পেয়েছেন। যেমন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে ২০০৯ সালে বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস যেখানে মাত্র ৩,৮০০ ভোট পেয়েছিলেন এবার তিনিই এবার এই কেন্দ্রে ২,০০,৭২৬ টি ভোট পেয়েছেন। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটি বিধানসভার গণনা কেন্দ্রে বিজেপির এই ব্যাপক ভোট পাওয়ার বিষয়টি আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল। অনেককেই গণনা কেন্দ্রে বলতে শোনা যায় এবার তৃণমূলের মূল প্রতিপক্ষ হবে বিজেপি। বিজেপির এই নিঃশব্দ বিপ্লবে অনেকেই অবাক হয়েছেন। যদিও তৃণমূলের নেতারা এটাকে মোদি ঝড়ের 'সাইড এফেক্ট' বলে তুচ্ছ করতে দেখতে চাইছেন।

তবে এবার তৃণমূলের দক্ষিণ ২৪ পরগনার দুর্গে অনেকেই ধারণা করেছিল অন্তত দুটি আসনে তৃণমূল প্রার্থীকে ধাক্কা দেবে বামেরা। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল বামেরা আবারও ধরাশয়ী হল

এরপর তিনের পাতায়

বিশ্বজিৎ পাল ও মেহবুব গাজী

জয়নগর কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল ১,৮,৪১৯ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করলেন নিকটতম বাম প্রার্থী রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ও প্রবীন আরএসপি নেতা সুভাষ নস্করকে। বিখ্যাত কংগ্রেস ও বর্তমানে তৃণমূল নেতা গোবিন্দ নস্করের কন্যা প্রতিমা পেয়েছেন ৪,৯৪,৭৪৬টি ভোট। সুভাষ নস্কর পেয়েছেন ৩,৮৬,৩৬২ ভোট। বিদায়ী সাংসদ এসইউসি'র তরুণ মণ্ডল ১,১৭,৪৫৬ ভোট। বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণপদ মজুমদার ১,১৩,২০৬টি ভোট, কংগ্রেস প্রার্থী অর্ণব রায় পেয়েছেন ৩৮,৪৯৩টি ভোট। বাতিল হয়েছে ১০৫টি ভোট। এই কেন্দ্রে 'নোটা' বোতাম টিপেছেন ৮,৮১৯ জন। জয়ের পর প্রতিমা দেবী বলেন, সংসদে আগে সংসদে আগে সুন্দরবন অঞ্চলে উন্নয়নের দাবি তুলব। এই অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিপ্রকল্প, নদী বাঁধ তৈরি এবং রাস্তাঘাট ও পানীয় জলের

সুব্যবস্থার জন্য সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করব। এই কেন্দ্রে বিজেপির তথাকথিত মোদি হাওয়া যথেষ্ট পরিমাণে বইছে বলে বিজেপি নেতারা দাবি করা সত্ত্বেও তাঁদের প্রার্থী চতুর্থ স্থান পেলেন সেই প্রসঙ্গে বিজেপি কর্মীরা বললেন, আমাদের সংগঠন না থাকার ফলেই আমরা প্রার্থীকে প্রত্যেকটি মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিতে পারিনি। তার ফলে মানুষ আমাদের উন্নয়নের বার্তা সঠিকভাবে না পাওয়াতেই এই বিপর্যয়।

অপরদিকে মথুরাপুরে তৃণমূল প্রার্থী চৌধুরী মোহন জাটুয়া নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিআইএমের রিঙ্কু নস্করকে পরাজিত করলেন ১,৩৮,৫৭৩ ভোটে। এখানে জাটুয়া পেয়েছেন ৬,২৭,৩৮১ এবং সিপিআইএম প্রার্থী পেয়েছেন ৪,৮৮,৮০১ ভোট। এই কেন্দ্রে গত পাঁচ বছর মাটি কামড়ে পড়েছিলেন লড়াকু সিপিএম নেতা কান্তি গাঙ্গুলী। 'কান্তি জেঠু' তাঁর নবীনা শিষ্যা রিঙ্কুকে কেন জেতাতে ব্যর্থ হলেন সেই প্রসঙ্গে শ্রী গাঙ্গুলীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি তৃণমূলের তথাকথিত সন্ত্রাস ও বুথ দখলকে দায়ি করলেন।

ফেডারেল ফ্রন্ট ভাবনা ভ্যানিস, সারদা আঁচ আপতত এড়ালেও

মমতার 'জয়' কিছু প্রশ্ন রেখে গেল

আজাদ বাউল

যে গণমাধ্যম, যে সংবাদবাদমাধ্যম, যে টিভি চ্যানেলগুলি একসময় নেতা মমতা ভজনায় ব্যস্ত থাকতো আজ তাদের কেউ কেউ মুখ ফিরিয়ে নেওয়ায় 'দিদি' ক্ষুব্ধ। ক্ষুব্ধ তাঁর 'প্রসাদ' পাওয়া একশ্রেণীর সাংবাদিক ও সংবাদপত্র। যে টলিউডিবাহিনী তৃণমূলের হয়ে রাজ্য দাপিয়ে বেড়াল তাদের দর্শন করতে বহু নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের ঢল নেমেছিল। দেবদর্শনের মতই 'সুধা' মুনমুন,রাইমা, রিয়া,আরও কত রূপালী পর্দার তারকার সমাবেশ। কোনও রাজনৈতিক দিক-দর্শনের বক্তব্য ছিল না। ছিল না অর্থনৈতিক কিংবা এলাকা উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য। স্রেফ নাটকীয়তার আকর্ষণেজনপ্লাবন ইভিএমএ ছাপ রেখে গেল তৃণমূলের পক্ষে। সঙ্গে সন্ত্রাসের নীরব সাফল্য। এ রাজ্যের টেট, সারদা কেলেঙ্কারি নিয়ে ভাবার অবকাশ পেলেন না অধিকাংশ ভোটার। মোদি উদ্ধৃত 'ভোটব্যাঙ্ক' রাজনীতি সফল হল। মিডিয়াকৃত 'মমতা ম্যাজিক' আসলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে 'দলে টানার গিমিক' এমন ভাবনাই তাড়িত করেছিল। তৃণমূল সুপ্রিমোকে নইলে ভোট প্রচারের শেষবেলায় নির্বাচনী তরজা দাঁড়িয়ে গেল 'মোদি বনাম মমতা'য়।

মমতা প্রধানমন্ত্রী বানাতে একসময় 'আন্না হাজারে' কথা দিয়ে 'কথা' রাখেননি। তৃণমূলের টিভি বিজ্ঞাপনে ছিল বিশ্ব এবং ভারতজুড়ে ফুটছে 'শুধুই জোড়াফুল'। বাস্তবে ভারত জুড়ে পদ্মফুল ও বাংলায় পদ্মের কুড়ি দেখা দিয়েছে। বাংলার মাটিতে ঘাসফুল, ফুটেছে পথে-ঘাটে দেওয়ালে ক্লেক্সে। ভোট প্রচারে মমতা পদ্মফুলে পুজো না হবার কথা প্রকাশ্যে বললেও এ রাজ্যেই দুর্গাপূজায় সন্ধিক্ষণে একশো আট পদ্মলাগে। সঙ্গে অবশ্য ফুলছাড়াও দূর্বা প্রয়োজনীয় উপকরণ।

কুণাল, সুদীপ্ত জেলে। সারদার তদন্ত আগামীদিনে কোন পথে যাবে তা সময়ই বলবে। ভোটের সরকারি ফলাফলে দেখা গেছে মমতায় আস্থা রেখেছে বাংলার অধিকাংশ মানুষ। মমতা একশ্রেণীর সংবাদপত্রকে 'স্যালুট' জানিয়েছেন। বলেছেন, মূল্যবোধের রাজনীতির কথা।

প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীকে এবং তাঁর

আসন বাড়লেও ভোট কমেছে তৃণমূলের

এরপর তিনের পাতায়

লিডের হার কম বজবজ, মেটিয়াবুরুজ, ডায়মন্ড হারবারে

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ রাজ্যের মধ্যে সকলের আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দু ছিল ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র। কারণ, এই কেন্দ্রেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী। গতবার এই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে সোমেন মিত্র প্রায় দেড় লক্ষ ভোটে জয়লাভ করেছিলেন। তাই সেই মার্জিনকে অতিক্রম করার একটা জেদ তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের মধ্যে কাজ করছিল। কিন্তু সেই মার্জিন অতিক্রম না করলেও অভিষেক এই কেন্দ্রে ৭১,৪১৭ ভোটে জয়লাভ করেন। তিনি মোট ভোট পান ৫০৮১৩০টি, সিপিএমের ডাঃ আবুল হাসনাত পান ৪,৩৬,৭১৩টি ভোট, বিজেপির অভিজিৎ দাস (ববি) পান ২,০০,৭২৬টি ভোট, কংগ্রেসের কমরুজ্জুমান কামার পান ৬৩০২৭টি ভোট।

অভিষেক জিতলেও

এরপর তিনের পাতায়

কাজের খবর

আয়ুর্বেদ, ইউনানি, নার্সিং ও হোমিওপ্যাথি ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি

উপরোক্ত কোর্সগুলিতে ২০১৪–১৫ সেশনে ভর্তি নেওয়া হবে জেনপার ২০১৪ পরীক্ষার মাধ্যমে।

ইউনানি, ফিজিওথেরাপি ও হোমিওপ্যাথি কোর্সের জন্য যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিদ্যা ও ইংরাজি বিষয় নিয়ে পাশ। বয়স ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪'র হিসেবে ১৭ বছর।

নার্সি–এর জন্য শুধু মহিলারা আবেদন করবেন। যোগ্যতা ৫০ শতাংশ নম্বরসহ উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিদ্যা ও ইংরাজি বিষয় নিয়ে পাশ।

বিএএমএস (আয়ুর্বেদাচার্য) কোর্সের জন্য যোগ্যতা ৫০ শতাংশ নম্বরসহ উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিদ্যা ও ইংরাজি বিষয় নিয়ে পাশ।

আবেদন পদ্ধতি – www.wbjeeb.in ওয়েবসাইট থেকে ফর্ম ডাউনলোড করতে হবে। ২৭ মে পর্যন্ত ফর্ম পাবেন। ফর্ম সঠিকভাবে পূরণ করে ফিজ দেওয়ার ব্যাঙ্ক চালান ও সমস্ত শংসাপত্রের জেরক্সসহ স্পিড পোস্টে পাঠাবেন নিচের ঠিকানায় – ওয়েস্টবেঙ্গল, জয়েন্ট এন্ট্রান্স একজামিনেশনস বোর্ড, এ–কিউ ১৩/১ সেক্টর ফাইভ, সল্টলেক, কলকাতা–৯১।

আবেদন ফিজ ৫০০ টাকা দিতে হবে ব্যাঙ্ক চালানের মাধ্যমে। চালান পাবেন ওয়েবসাইটে। এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের কলকাতা, হাওড়া ও দুই ২৪ পরগনার যে ব্যাঙ্কগুলিতে টাকা জমা করতে হবে সেগুলি হল – সোনারপুর, কাকদ্বীপ, বেহালা, যাদবপুর (বাঘাযতীন), শিয়ালদহ, সল্টলেক (বিডি ব্লক), লেকটাউন, বিবাদীবাগ (স্টিফেন হাউস), শ্যামবাজার, হাওড়া স্টেশন, ব্যারাকপুর, বারাসত। পূরণ করা আবেদনপত্র ডাকে পাঠানোর শেষ তারিখ ৩১ মে।

সংখ্যালঘু পুরুষ ও মহিলাদের হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ

কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে শিখুন ও আয় করুন প্রকল্পে দেশজুড়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে ১৪ থেকে ৩৫ বছরের ছেলেমেয়েদের। শিক্ষাগত যোগ্যতা পঞ্চম শ্রেণি পাশ। শুধু মুসলিম নয়, খ্রীস্টান, পার্সি ও বৌদ্ধরাও এই প্রশিক্ষণ নিতে পারেন।

মোট আসনের ৩৫ শতাংশ সংরক্ষিত থাকবে মেয়েদের জন্য।

হস্তশিল্পের মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এইসব ট্রেডে – জরির কাজ, স্বর্ণ অলঙ্কার তৈরি, তাঁত, এম্ব্রয়ডারি, কাঠের কাজ, চর্মজাত শিল্প, ব্লাশ, গ্লাস তৈরি, মাদুর তৈরি ইত্যাদি। ট্রেনিং–এর মেয়াদ ৩ বছর। ট্রেড অনুযায়ী প্রার্থীদের কম্পিউটারে প্রাথমিক ট্রেনিং ও চলনসই ইংরাজি লেখা, পড়া ও কথাবলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। অন্তত ৫০ শতাংশ ছেলেমেয়ের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে সংগঠিত ক্ষেত্রে। যেসব প্রার্থী স্বনির্ভর প্রকল্পে নিযুক্ত হতে চান তাদের ব্যবসার ঋণ পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

ট্রেনিং–এর জন্য যোগাযোগ – ১) অরিয়ন এডুটেক, ২৮ চিনার পার্ক, রাজারহাট রোড, কলকাতা–১৫৭। ২) এনআইসি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, কলাবেরিয়া, রাজারহাট, কলকাতা–১৩৫।

মাধ্যমিক পাশেদের ফল সবজি সংরক্ষণে সরকারি প্রশিক্ষণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিজ বিপণন অধিকার থেকে শিক্ষাবর্ষের ফল ও সবজির সংরক্ষণে ২০১৪–১৫ বর্ষে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আড়াই মাস ব্যাপী এই প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ চলাকালীন ১০০ টাকা করে মাসিক ভাতা দেওয়া হবে। ন্যূনতম যোগ্যতা মাধ্যমিক পাশ। বয়স হতে হবে ১৮ বছর। মহিলাদের প্রশিক্ষণ হবে ১৯ মে থেকে আগাস্ট মাস অবধি, পুরুষদের হবে ৪ আগস্ট থেকে। নির্দিষ্ট কেন্দ্রে গিয়ে ফর্ম সংগ্রহ করে হাতে হাতে আবেদনপত্র জমা দেবেন। কলকাতা, হাওড়া ও দুই ২৪ পরগনায় কৃষি বিপণন আধিকারিক প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলি হল – ১) পি ১৮, সিআইটি স্কিম, মানিকতলা, ৭এম, মানিকতলা মেন রোড, কলকাতা–৫৪। ফোন–০৩৩–২৩২০ ৬২৪৩। ২) ৯৩ লেকরোড, কলকাতা–২৯ (দেশপ্রিয় পার্ক–রবীন্দ্র সরোবরের কাছে)। ফোন–০৩৩–২৪৬৪ ৬০২৮। ৩) ২ মন্মথ রোড, উত্তর কলকাতা, কলকাতা–৩৭। ফোন–০৩৩–২৫৫৬ ৭০৯৮। ৪) বারুইপুর, ঋষি বঙ্কিমনগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ৫) বারাসত স্টেশন রোড, ইউবিআই বিল্ডিং, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭০০১২৪। ফোন–০৩৩–২৫৫২ ৩৮৫৮। ৬) হাওড়া, ৭৯ বেলিলিয়াস লেন, পোস্ট–হাওড়া, পিন–৭১১১০১। ফোন–০৩৩–২৬৫০ ১৫৯৪।

প্রত্যেকটি জেলা শহরে কৃষিজ বিপণন আধিকারিক অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

পোশাক শিল্পে এখন স্বনির্ভরতার বিশাল সুযোগ

কেন্দ্রীয় সরকারের সমীক্ষা অনুযায়ী আগামী দু'ছরে বস্ত্রশিল্পের ১ কেটি ২০ লক্ষ মানুষের কর্ম সংস্থানের সুযাগ তৈরি হচ্ছে। অষ্টম থেকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পর্যন্ত সমস্ত ধরনের ছেলেমেয়েরাই এই শিল্পের বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং নিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। ১) উচ্চমাধ্যমিক পাশেরা জয়েন্ট এন্ট্রান্সের মাধ্যমে ভর্তি হতে পারেন টেক্সটাইল টেকনোলজির কোর্সে মুর্শিদাবাদ বা শ্রীরামপুরে। এছাড়া আছে কলকাতা বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ইনস্টিটিউট অফ জুট টেকনোলজি।

উচ্চমাধ্যমিক পাশেরা হ্যান্ডলুম ট্রেনিং নিতে পারেন এইসব জায়গায়। ১) শিল্প সদন বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, ২) আদিবাসী কালচার অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট সেন্টার, হসপিটাল রোড, কুরকুটিয়া, আদিবাসী পাড়া, বাঁকুড়া–৭২২১৪০। কলকাতা শাখা: ৭/১০, নীলগঞ্জ রোড, গ্রীন পার্ক, কলকাতা–৭০০০৫৬।

এছাড়াও শাখা আছে উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহ, রহড়ায়। সেখানে তপশিলি, ওবিসি, মুসলিম মহিলাদের ৬ মাসের হস্তচালিত তাঁত চালানো ট্রেনিং দেওয়া হয়।

পঞ্চম শ্রেণি থেকে যে কোনও যোগ্যতার ছেলেমেয়েদের পোশাক শিল্পে ট্রেনিং

কলকাতার অ্যাপারেল ট্রেনিং ও ডিজাইন সেন্টারে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যোগাযোগ–প্লাট নম্বর–৩বি, ব্লক – এলএ, সেক্টর থ্রি, সল্টলেক, কলকাতা–৯৮।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখানে ট্রেনিংয়ের সঙ্গে স্টাইপেন্ডও দেওয়া হয়। পোশাক শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ২৯ রকম ট্রেডে এখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস এইট থেকে গ্র্যাজুয়েশন অবধি বিভিন্ন ধরনের কোর্স করানো হয়। মেয়াদ কোর্স অনুযায়ী ৬ মাস থেকে ২ বছর। কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এদের সেন্টার রয়েছে ১) প্রণবানন্দ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি (ভারত সেবাশ্রম সংঘ), ডায়মন্ড হারবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ফোন–৯৩৩১২৫৬৯৩৪। ২) নারীশিক্ষা সমিতি, ২৯৪/৩, এপিসি রোড, কলকাতা–০৯, ফোন–০৩৩–২৩৫০ ৪৮৮৪। ৩) আলআমিন মেমোরিয়াল কলেজ, মাইনরিটি কলেজ, জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ফোন–৯৮৭৪২১২০১৩।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

আলিপুর বার্তা ১৭ মে – ২৪ মে, ২০১৪

মেষ: আর্থিক বিষয়ে বাধার মধ্যেও শুভ হবে। সন্তানের জেদীভাবের জন্য মনে কষ্ট পাবন। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি সম্পন্ন করতে পারবেন।

বৃষ: ধৈর্য ধরুন, মাথা গরম করে লাভ নেই। কর্মক্ষেত্রে খুব বুঝে চলতে হবে। শত্রুরা তৎপর হয়ে আছে ক্ষতি করবার জন্য। দায়িত্বমূলক কাজগুলি ঠিকমতো করতে পারবেন। শরীর নিয়ে সমস্যায় পড়বেন। প্রেম প্রীতিকে কেন্দ্র করে অশান্তপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট।

মিথুন: আর্থিক বিষয়ে বা ব্যবসায় সুফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সফলতা আসবে। মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে না। কর্মস্থলে সুনাম বজায় থাকবে, তথাপি ধৈর্য্য ধরুন। শিক্ষায় ফল ভাল পাবেন।

কর্কট: পড়াশোনা বাধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসায় লাভযোগ দেখা যায়। পিতা বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে নিয়ে চিন্তিত হবেন।

সিংহ: মেজাজ আয়ত্তে না রাখলে প্রেসার বাড়তে পারে। এমনিতেই অসুস্থতার যোগ বিদ্যমান। আর্থিক বিষয়ে বাধার মধ্য দিয়ে চলতে

হবে। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে। বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তিরা আপনাকে সাহায্য করবে। লেখাপড়ায় উন্নতি।

কন্যা: কর্মস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। পদোন্নতির যোগ রয়েছে। পিতার পক্ষে সময়টি ভাল বলা যায় না। যোগাযোগ মূলক কাজগুলিতে এখনই হাত দেবেন না, লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। আর্থিক বিষেয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। ভাতৃবিরোধ ঘটতে পারে।

তুলা: অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়া, ফুসফুসের পীড়ায় ও যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মানসিক উদ্বেগ থাকবে ও মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে। তীর্থ ভ্রমণের যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ হবে।

বৃশ্চিক: আর্থিক বিষয়ে ফল ভাল পাবেন না। ঋণী হতে পারেন। সাবধানে না চললে ক্ষতি হতে পারে। দাঁতের যন্ত্রণায় কষ্ট পাবেন। মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য লাভে উপকৃত হবেন। সন্তানের জন্য মন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে। পতি–পত্নীর মধ্যে গোলযোগ ঘটবে।

মকর: ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসায় মোটামুটি শুভফলের আশা করা যায়। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। বাতের ব্যথায় কষ্ট পাবেন।

কুম্ভ: আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে আয় ও ব্যায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে বলা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। গুপ্ত শত্রুতার দ্বারা ক্ষতি, পিতার স্বাস্থ্যহানির যোগ।

বাড়ি–জমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ হতে পারে।

মীন: রাগ জেদ বেড়ে যাবে। কিন্তু সেগুলি সামলে না চললে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবে না। দূর ভ্রমণের যোগ রয়েছে। অর্শ ও আমাশায় কষ্ট পাবেন। খাওয়াদাওয়ায় সাবধানতা বাঞ্ছনীয়।

মোদি তরঙ্গে বাজার ভাসলেও তার বিপরীত দিক নিয়ে ভাবা উচিত

অনিমেষ সাহা

বড় বাজারে এক ছোট্ট চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যেবেলা চা খাচ্ছি। আশেপাশের গুটি কতক লোক তখন তরজা চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি এলে কি হবে আর কংগ্রেস এলে কেমনটা হবে। যেহেতু বড় বাজার অঞ্চলটায় ব্যবসাদারদের আড্ডা খানা, তাই শুধুমাত্র পাইকেরী বাজার ছাড়াও তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ থাকে। বড় বড় কোম্পানির শেয়ারও তাতে বাদ যায় না।

সেই গুটিকতক লোকের মধ্যে একজন যখন মোদি হাওয়ার কথা শোনাতে লাগল তখন অন্যজন ব্যস্ত তৃণমূলকে নির্ণায়ক করে তুলতে। আবার কারও বক্তব্য কংগ্রেস না থাকলে সংস্কার আবার পিছিয়ে পড়বে। সামাজিক কাজগুলো নাকি কংগ্রেসই অনেকটা করেছে। এমন কথার মধ্যে প্রথম ভদ্রলোক তেড়ে বললেন বাজার চাইছে মোদি। আর জানেন মোদির জন্যই হাজার হাজার পয়েন্ট বাড়ছে শেয়ার বাজারে। গুজরাটের উন্নয়ন ধ্বনিত হচ্ছে চারিদিকে। এহেন অবস্থায় আশেপাশে কান পাতলাম। তখন কিছু ছোট ব্যবসায়ী তারা গুঞ্জন শুরু করেছে। যে এতদিনে কি হল। কংগ্রেস কি করল। তবে শেয়ার বাজারের কথাটা কিন্তু অন্যরকম। একসময় মনমোহন সরকারকে নিয়েও বাজার আশার আলো দেখেছিল। একদিনেই এক হাজার পয়েন্ট বেড়ে যায়। এই ওঠাপড়া তো চলতেই থাকবে। অবশ্য লক্ষণীয় যে শুধু দেশের মধ্যেই নয় দেশের বাইরের বিনিয়োগকারীরাও মোদিতে মজে আছেন। প্রচুর টাকাও তাতে বাজার সময় উচ্চতাকে বিনিয়োগ করছেন ভারতীয় বাজারে, শোনা যাচ্ছে সাট্টা বাজারেও মোদির দর খুব বেশি। রাহুলের দর অনেক খারাপ। তবে মোদির তরঙ্গ নিরঙ্কুশ হওয়া বাজারের পক্ষে হবে শুভ লক্ষণ।

অর্থনীতি

এক সংবাদপত্রে রাহুল গান্ধী তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেছেন, কৃষক, শ্রমিক সবাইকে নিয়ে মেড ইন চায়নার বদলে মেড ইন ইন্ডিয়া তৈরি করবেন। সামাজিক সুরক্ষার সঙ্গে নতুন শিল্পের দিশা। কিন্তু শেয়ার বাজারের কথা যদি ধরি সেখানে বিনিয়োগের পাল্লা কিন্তু আপাতত ঝুঁকে আছে মোদিরই দিকে। কারণ, এ বাজারে শুধুমাত্র দেশীয় বিনিয়োগের মাধ্যমে বেড়ে যাওয়ার একমাত্র কারণ হয়ে ওঠে না। এমন অনেককেই নির্ভর করে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ওপর। তাই তাদের পাল্লা এখন মোদির দিকেই, অবশ্য কেন এমনটা মনে করা হচ্ছে যদি এ প্রশ্ন মনে জাগে তার লক্ষ্যণীয় যখনই এমন শোনা যাচ্ছে নরেন্দ্র মোদি দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন তাতে বাজার ইতিবাচক পদক্ষেপ নিচ্ছে তাতে এই ধারণা গড়ে উঠছে। এই পরিবর্তন আশা করছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। অবশ্য এটাও ঠিক ভোট হওয়ার অনেক আগে কংগ্রেস ছাপিয়ে নতুন পথে চলে যাবে। কিন্তু নিরঙ্কুশ না হওয়াটা কিন্তু বাজারকে স্থিতি এনে দেবে না।

এই সমস্ত কিছুর মধ্যেও মানুষ কংগ্রেসকে ফিরিয়ে আনতে চাইছে। যখন চিদাম্বরমকে আবার অর্থমন্ত্রী করে নিয়ে এলো তখন থেকেই কিন্তু শেয়ার বাজারে তার ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। তার সঙ্গে আমদানি–রফতানির ঘাটতি কমে আসা, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নীতি আর নতুন গভর্নর রঘুরাজনের দৃঢ় পদক্ষেপ এগুলোও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল।

তাই পুরনো পদক্ষেপ গুলোও ভুলে যাওয়ার কোনও কারণ নেই। আর শুধু এক তরঙ্গে ভেসে যাওয়ার কারণও নেই, তবে এক তরঙ্গের পারে অন্য তরঙ্গ আসে। তাই ইউপিএ(২)–এর দৃঢ় আর্থিক নীতি আর মোদি তরঙ্গ এই দুইয়ে মিলেই কিন্তু এতদিন বাজার বেড়েছে।

এখন মোদির এসে যাওয়া পর বিজেপি বিনিয়োগকারীরা উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করে আবার ঘরের কড়ি বাড়ি নিয়ে যেতেই পারে কারণ উত্থানের পর তো পতন হবেই। তাই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তো সতর্ক থাকতেই হবে।

অন্য খবর

তৃণমূল অফিসে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উস্তি: মথুরাপুর কেন্দ্রে অন্তর্গত উস্তি থানায় হরিহরপুর গ্রামে গত শনিবার রাতে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে একদল দুষ্কৃতী আগুন লাগিয়ে দেয়। এদিন সন্ধ্যায় ভোটের প্রচার শেষে তৃণমূলের কর্মী, নেতারা, অফিসে একটি দলীয় সভা করে রাতে বেরিয়ে যান।

মাঝরাতে, স্থানীয় কিছু মানুষ দেখেন, ৮–১০ জন দুষ্কৃতী দল ওই অফিসে আগুন লাগিয়েছে।

থানায় খবর পাঠানো হলে, পুলিশবাহিনী উপস্থিত হয় ঘটনাস্থলে, মগরাহাট পশ্চিমকেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা ঘটনাস্থলে এসে বলেন, সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই আগুন লাগিয়েছে। এই বিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

সিপিএম দলের পক্ষ থেকে বলা হয়, এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলেই এই ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের উচিত নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে দোষীদের গ্রেপ্তার করা।

২০১৪ সালের বঙ্গবিভূষণ ও বঙ্গভূষণ পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত বৃহস্পতিবার নবান্নে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি সচিব অত্রি ভট্টাচার্য ২০১৪ বঙ্গবিভূষণ ও বঙ্গভূষণ পুরস্কার ঘোষণ করেন। ভোটের বিধিনিষেধ কিছুটা শিথিলতা হওয়ার পরই এই ঘোষণা তিনি করেন। আগামী ২০ মে সায়েন্স সিটিতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। এ বছর মোট ১৮ জন বঙ্গ পুরস্কার পেয়েছেন। যার আর্থিক মূল্য ১ লক্ষ টাকা। পুরস্কার প্রাপকরা হলেন – ফুটবলার শ্যাম থাপা, গৌতম সরকার, বিদেশ বোস ও সাবির আলি। দাবারু সূর্যশেখর গাঙ্গুলী, ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারী, লক্ষীরতন শুক্লা। ধ্রুপদী সঙ্গীতজ্ঞ তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার, অভিনেত্রী দেবশ্রী রায় ও অপরাজিতা আঢ্য, সঙ্গীত শিল্পী শ্রীকান্ত আচার্য, ইন্দ্রনীল সেন, ইন্দ্রানী সেন, স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত, লোপামুদ্র মিত্র, মহম্মদ আব্দুল ওয়াহাবাব, মুন্সি গোলাম মুস্তাফা, বিরসা তিরকি। এ বছর মোট ১৪ জন বঙ্গবিভূষণ পুরস্কারে ভূষিত হচ্ছেন। যার আর্থিক মূল্য ২ লক্ষ্য টাকা। পুরস্কার প্রাপকরা হলেন– চিকিৎসক সুকুমার মুখোপাধ্যায়, লোকসঙ্গীত শিল্পী শোনম শেরিং লেপচা, ধ্রুপদী শিল্পী অরুণ ভাদুড়ী, মাখনলাল নট্ট নট্ট কোম্পানির মানিক, অভিনেতা মাধবী মুখার্জি, দিপঙ্কর দে, বিচারপতি মহম্মদ আব্দুলগনি, শিল্পপতি ব্রিজমোহন খৈতান, প্রাবন্ধিক নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ি, ফাদার ফেলিক্স রাজ, সঙ্গীত শিল্পী হৈমন্তি শুক্লা, মোহন সিং খাঙ্গুরা, নৃত্যশিল্পী অলকানন্দা রায়, সাংবাদিক বচ্চন সিং সরল।

পশ্চিমবঙ্গে বিজয়ী প্রার্থীরা

কেন্দ্র	বিজয়ী প্রার্থী	কত ভোটে জয়ী
কোচবিহার	রেণুকা সিংহ (তৃণমূল)	৮৭,১০৬
আলিপুরদুয়ার	দশরথ তিরকে (তৃণমূল)	২১,৫৪৪
জলপাইগুড়ি	বিজয়ভূষণ বর্মণ	৬৯,৯৪৮
দার্জিলিং	সুরন্দির সিং আলুওয়ালিয়া (বিজেপি)	১,৯৫,১২৫
রায়গঞ্জ	মহম্মদ সেলিম (সিপিআইএম)	১৬৬৪
বালুরঘাট	অর্পিতা ঘোষ (তৃণমূল)	১,০৬,০০০
মালদহ (উত্তর)	বেনজির নুর (কংগ্রেস)	৪৪,৮৯০
মালদহ (দক্ষিণ)	আবু হাসেন খান চৌধুরী (কংগ্রেস)	১,৬৫,০০০
জঙ্গিপুর	অভিজিৎ চৌধুরী (কংগ্রেস)	৮,৩১৫
বহরমপুর	অধীর রঞ্জন চৌধুরী (কংগ্রেস)	৩,৫৬,২৭৫
মুর্শিদাবাদ	বদরুদ্দোজা খান (সিপিআইএম)	১৯,৫১৬
রানাঘাট	তাপস মণ্ডল (তৃণমূল)	১,৯৩,১২১
কৃষ্ণনগর	তাপস পাল (তৃণমূল)	৭১,১৮০
বনগাঁ	কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর (তৃণমূল)	১,৪৬,৬০১
ব্যারাকপুর	দীনেশ ত্রিবেদী (তৃণমূল)	২,০৪,৯৬২
দমদম	সৌগত রায় (কংগ্রেস)	১,৫৪,০০০
বারাসত	কাকলি ঘোষদস্তিদার (তৃণমূল)	১,৭৩,৩৮২
বসিরহাট	ইদ্রিস আলি (তৃণমূল)	৯১,৯৩০
জয়নগর	প্রতিমা নস্কর (তৃণমূল)	১,০৮,৪১৯
মথুরাপুর	সি এম জাটুয়া (তৃণমূল)	১,৩৮,৫৭৩
ডায়মন্ড হারবার	অভিষেক ব্যানার্জি (তৃণমূল)	৭১,৪১৭
যাদবপুর	সুগত বসু (তৃণমূল)	১,২৫,৬৪০
কলকাতা (উত্তর)	সুদীপ ব্যানার্জি (তৃণমূল)	৯৬,৭৩০
কলকাতা (দক্ষিণ)	সুব্রত বক্সি (তৃণমূল)	১,৩৫,৯৯৫
উলুবেড়িয়া	সুলতান আহমেদ (তৃণমূল)	৮৯,৬৮৭
হাওড়া	প্রসুন ব্যানার্জি (তৃণমূল)	১,২০,০০০
শ্রীরামপুর	কল্যাণ ব্যানার্জি (তৃণমূল)	১,৫৩,৩৩৯
হুগলী	রত্না দে নাগ (তৃণমূল)	১,৭৯,৫৯৮
আরামবাগ	আফ্রিন আলি (তৃণমূল)	৩,৪৬,৮৩৫
তমলুক	শুভেন্দু অধিকারী (তৃণমূল)	২,৪৩,৬১১
কাঁথি	শিশির অধিকারী (তৃণমূল)	২,৩০,০০০
ঘাটাল	দীপক অধিকারী (দেব) (তৃণমূল)	২,৬১,০০০
ঝাড়গ্রাম	উমা সোরেন (তৃণমূল)	২,০৪,২৭০
মেদিনীপুর	সন্ধ্যা রায় (তৃণমূল)	৮৯,৬৮৭
পুরুলিয়া	মৃগাঙ্ক মাহাতো (তৃণমূল)	১,৫৩,৮১১
বাঁকুড়া	মুনমুন সেন (তৃণমূল)	৯৮,৫০৬
বিষ্ণুপুর	সৌমিত্র খান (তৃণমূল)	৭৫,০০০
বর্ধমান (পূর্ব)	সুনীল মণ্ডল (তৃণমূল)	১,১৪,০০০
দুর্গাপুর	মমতাজ সঙ্ঘমিত্রা (তৃণমূল)	১,০৫,৩৬৫
আসানসোল	বাবুল সুপ্রিয়ো (বিজেপি)	৭৪,০০০
বোলপুর	অনুপম হাজরা (তৃণমূল)	২,৫৪,১৭০
বীরভূম	শতাব্দী রায় (তৃণমূল)	৬৭,১৩০

কে কটি আসন পেলেন: সমগ্র ভারতে

এনডিএ	ইউপিএ	বামফ্রন্ট	অন্যান্য
৩৩৪	৬২	১২	১৩৫ (আপ ৪)
(বিজেপি ২৮৪)	(কংগ্রেস ৪৭)		

কে কটি আসন পেলেন: পশ্চিমবঙ্গে

তৃণমূল কংগ্রেস	কংগ্রেস	বিজেপি	বামফ্রন্ট
৩৪	৪	২	২ (সিপিএম)

রাজ্যে থেমে গেল মোদি'র অশ্বমেধের ঘোড়া

একের পাতার পর

সেখানে দুটি কেন্দ্রে যথাক্রমে জয়ী হয়েছেন যথাক্রমে দশরথ তিরকে এবং অর্পিতা ঘোষ। উন্নয়ন এবং সংগঠনের জোরে বহরমপুর কেন্দ্র চতুর্থবার জয়ী হয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। এই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ইন্দ্রনীল সেন (শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত) তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরে গণনার সময় দেখা গিয়েছে যে, সেখানে বিজেপি প্রার্থী তথাগত রায়, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির চেয়ে এগিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুব্রত বক্সির অহংকার, জনগণের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না রাখা ইত্যাদি কারণে এই কেন্দ্রের মানুষ মনে প্রাণে তাঁকে মেনে নিতে দ্বিধা বোধ করেছেন। অন্যদিকে দমদম কেন্দ্রে, এবারে নির্বাচন কমিশন আরোপিত 'নোটা'র বোতামে সবচেয়ে বেশিবার হাত দিয়েছেন প্রায় ১১ হাজার মানুষ।

গণতান্ত্রিক দেশের শাসক এবং বিরোধী দু'দলই সমানভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাবে এটাই চিরন্তন নিয়ম। কিন্তু সেখানে বামপন্থী দলগুলি একেবারে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে, স্বাধীনতার ৬৭ বছরে কংগ্রেস ৬৭টি আসনও পাবে না, এই ঘটনা কেন ঘটল অবশ্যই চিন্তাভাবনা করা উচিত। ঘাসফুল ফুটেছে পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রামেও। এখানে একসময় বিরাজ করত সন্ত্রাসের বাতাবরণ। সেই জায়গায় এবারে লক্ষ লক্ষ মানুষ যে অবাধে ভোট দিতে পেরেছেন সেটাই গণতন্ত্রের জয় হিসেবে চিহ্নিত হওয়া উচিত।

ছবি: অভিমন্যু দাস

উত্তরবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের জয়কে আগেই বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু একইসঙ্গে একথাও অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ রাজ্যে বিজেপির উত্থানকে নেত্রীর ভেবে দেখা উচিত। বিশেষত, ১৮–২৮ বছরের তরুণ–তরুণীরা কিন্তু স্পষ্টভাবেই বলেছেন তাঁরা বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। কে কাকে ভোট দেবেন সে কথাটা অবশ্যই অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপার। কিন্তু এই প্রজন্মের বাংলার তরুণ প্রজন্ম বিজেপি'র দিকেই তাঁদের যে সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন সেটাও কিন্তু অবশ্যই আগামী দিনে কোন পথে রাজ্যের রাজনীতি চলতে পারে তার দিশা দেখাতে পারে। প্রশ্নটা উঠেছে, বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেসের কেন এমন হাল হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই দুটি দলের ক্ষেত্রেই নেতৃত্বের অভাব প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। দিল্লিতে কংগ্রেস নেতৃত্বকে যেমন দিশাহারা অবস্থায় দেখা গিয়েছে, রাজ্যের কংগ্রেসের ক্ষেত্রে একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছে। সিপিআইএমের অবস্থাও তথৈবচ।

দিল্লিতে যাঁরা তথাকথিত নেতৃত্বের ধ্বজা ধরে আছেন তাঁরা যে আজ পুরোপুরি অপাংক্তেয় তাঁদের দিন যে ফুরিয়ে এসেছে তা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তরুণ প্রজন্মের মতে, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, গৌতম দেব, বিমান বসুদের যতবার জনসমক্ষে দেখা গিয়েছে ততবারই কমে গিয়েছে বামফ্রন্ট তথা সিপিআইএমের ভোট। তাই দিল্লিতে নরেন্দ্র ভাই মোদি'র মতে এ রাজ্যেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। তবে মোদিজির অশ্বমেধের ঘোড়া রুখে দেওয়ার ফল ভালোর দিকে যাবে না তা আগামী দিনে অশনি সংকেত দিতে পারে তা নিয়ে রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরা মন্তব্য করতে নারাজ।

ফুলবাগানের মেট্রোর কাজ মানুষের কাছে অভিশাপ

অভিমন্যু দাস

উত্তর–পূর্ব কলকাতার অত্যন্ত ব্যস্ততম অঞ্চল ফুলবাগান মোড়। এই মোড় থেকে কলকাতার সমস্ত প্রান্তে যাওয়া যায় সদা ব্যস্তময় এই অঞ্চলটি কিন্তু আজ এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলছে। মেট্রোরেলকে এই এলাকার মধ্যে দিয়ে যাবার লক্ষ্যে কলকাতা ইস্টওয়েস্ট মেট্রো প্রজেক্টের কাজ এই অঞ্চলে চলছে। যার ফলস্বরূপ আজ ফুলবাগান মোড় এবং তাঁর আশেপাশের অন্যান্য অঞ্চল দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। মেট্রোর কাজের জন্য ফুলবাগান মোড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ভারী টিনের ব্যারিকেড দ্বারা ঘিরে রাখা হয়েছে। গাড়ি চলাচলের জন্য স্বল্প পরিসর রাস্তা রাখা হয়েছে। ফুটপাথ বলে কোনও কিছু নেই। যে রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলাচল করছে সেই রাস্তায় গাড়ির গতি অত্যন্ত কম। প্রায়শই যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। বাগান অঞ্চলের আশেপাশে প্রচুর দোকান, অফিস, ব্যাঙ্ক, বেশ কয়েকটি স্কুল, কলেজ রয়েছে। প্রতিদিন সেখানে প্রচুর মানুষের আনাগোনা হয়। মেট্রোর কাজের জন্য ফুলবাগানের মোড়ে গাড়ির চাপ কমাবার জন্য পুলিশ থেকে গাড়ি চলাচলের জন্য কিছু বিকল্প রাস্তা তৈরি করে দিলেও তা কিন্তু ফুলবাগানের সমস্যাকে কমাতে পারেনি। বরং সেই সব অঞ্চলের রাস্তাকে আরও ব্যস্তময় করে তুলেছে। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় অঞ্চলের বাসিন্দা গোপাল দেবনাথ জানান, 'ফুলবাগান মোড় সব সময়ই ব্যস্ত অঞ্চল। মেট্রোর কাজের জন্য ফুলবাগানের কয়েকদিকের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কলকাতা পুলিশ থেকে গাড়ি চলাচলের জন্য এই অঞ্চলে বিকল্প কয়েকটি রাস্তা করে দিয়েছে। কিন্তু বরং অসুবিধা আরও বেশি সৃষ্টি হয়েছে। এই ফুলবাগান সংলগ্ন অঞ্চলে বেশ কয়েকটি বড় বাজার রয়েছে। সরকার বাজার, রাসমণী বাজার, বিসরকার বাজার অঞ্চলে গাড়ির চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাইপাস বা রাজাবাজার অঞ্চলে যেতে হলে অনেকটা ঘুরে যেতে হচ্ছে। মেট্রোর কাজের জন্য রাস্তা বন্ধ থাকার দরুণ অটোর দৌরাত্ম বৃদ্ধি পেয়েছে। ফুলবাগানের মোড়ে দোকানগুলি ব্যবসায়ীকভাবে দারুণ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। মেট্রোর কাজ শুরুর সময় সে সময় লাগার কথা বলা হয়েছিল সেই সময়সীমা বহুদিন আগেই অতিক্রম করে গিয়েছে। আমরা জানি না আর কত বছর এই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলতে হবে।'

ফুলবাগান অঞ্চলের সন্নিকটে অবস্থিত সুরকন্যা বালিকা বিদ্যালয়। প্রায় ২২০০ ছাত্রী এই স্কুলে প্রতিদিন আসে। ফুলবাগান অঞ্চলের সমস্যা প্রসঙ্গে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা দেবযানী দত্ত রায় জানান, 'ভাল কাজের জন্য তো একটু কষ্ট সহ্য করতেই হবে। আমার স্কুল চলাকলীন যাতে ছাত্রীদের স্কুলে আসতে কোনও ট্রাফিক সমস্যায় পড়তে না হয়, তার জন্য স্কুল সংলগ্ন দু'দিকের রাস্তা স্কুল শুরু ও ছুটির সময় 'নো এনট্রি' করার ব্যবস্থা কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে করা হয়েছে। মেট্রোর কাজ প্রথম দিকে যে গতিতে হচ্ছিল সেই গতিটা বর্তমানে একটু কমে গিয়েছে।'

কাদাপাড়া–ফুলবাগান–এম.জি. রোড মেট্রো রুটের এক অটো চালক মহঃ ইমতিরাজ এই প্রসঙ্গে জানান, 'মেট্রোর কাজের জন্য এখন আর কোনও অটো সরাসরি এম.জি. রোড মেট্রো থেকে কাদাপাড়া পর্যন্ত যায় না। যদিও বা কেউ যায় তাহলে তাঁকে অনেকটা ঘুরে যেতে হয়। এর জন্য ভাড়া বেশি নিয়ে যাত্রীদের সঙ্গে অশান্তি হয়। কবে এই কাজ শেষ হবে কেউ জানে না।'

ফুলবাগান মোড়ের এই সমস্যা প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার ৩ নম্বর চেয়ারম্যান তথা ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা রাজীব বিশ্বাস এই প্রতিবেদককে জানালেন, 'অঞ্চলে বড় কোনও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য কিছু সময় এবং অসুবিধা সব মানুষকে সহ্য করে নিতেই হবে। মেট্রোর মতো এত বড় প্রকল্পের জন্য একটুতো অসুবিধা সবার হচ্ছেই। কিন্তু এই অসুবিধা দীর্ঘদিন সহ্য করা সম্ভব নয়। এই প্রকল্পের কাজ যে সময়ের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল তার থেকে অনেক বেশি সময় ইতিমধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে। আরও বেশ কিছুদিন সময় লাগবে। আসলে রাজ্যসরকার ও মেট্রো কর্তৃপক্ষের মধ্যে সঠিক সমন্বয়ের অভাবেই এই প্রকল্প দীর্ঘায়িত হয়েছে। মেট্রো কর্তৃপক্ষকে পৌরসভার পক্ষ থেকে বহু বার প্রকল্প দ্রুত শেষ করার জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকবারই দ্রুত কাজ শেষ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টো হচ্ছে। মেট্রোর কাজ ক্রমশ দীর্ঘায়িত হচ্ছে। এতে শুধু সাধারণ মানুষের অসুবিধা হচ্ছে না, অঞ্চলের ছোট–বড় সমস্ত ব্যবসাদারদের ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। ফুলবাগান মোড়ে অবস্থিত প্রায় ২০টি দোকানকে সাময়িকভাবে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের অধিকাংশের অবস্থা খুব খারাপ। দেনার দায়ে জর্জরিত। তাদের বিষয়ে সরকারকে জানিয়েও কোনও ফল হয়নি। আসলে বর্তমান রাজ্য সরকার চায় না এই প্রকল্পটি দ্রুত শেষ হোক। এর পিছনে অনেক রাজনৈতিক কারণ আছে। যার ফল সাধারণ মানুষকে ভোগ করতে হচ্ছে এবং আরও বেশ কয়েকবছর এই সমস্যা থাকবে।'

ফুলবাগান মোড়ের এই সমস্যা প্রসঙ্গে এই অঞ্চলের এক ক্ষুদ্র দোকানদার দীপক দাস জানালেন, 'মেট্রো প্রকল্প শুরুর আগে সারাদিনে যা বেচাকেনা হত এখন তাঁর অর্ধেকের কম হয়। বহুদিন ২০০ টাকা বেচাকেনা হয় না। তাই মেট্রোরেল এখন আমাদের কাছে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

তাঁর কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল গুরুদাস পার্কে অবস্থিত অস্থায়ী ঘড়ি মেরামতের ছোট দোকানদার শিশির সরকারের মুখে। ফুলবাগান অঞ্চলের বসবাসকারী চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ অভিজিৎ ঘোষেরও একই অভিযোগ। ডাঃ ঘোষের মতে 'যতদিন এই প্রকল্প দেরি হবে ততদিন মানুষকে এই নিয়ে খুবই সমস্যায় পড়তে হবে। মেট্রো প্রকল্পের জন্য সুভাষ সরোবরের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যা নিয়ে সরকারে কোনও মাথা ব্যথা নেই।'

বেলেঘাটা ফুলবাগান অঞ্চলের তৃণমূল বিধায়ক পরেশ পাল অবশ্য মেট্রোর কাজে খুশি। এই বিষয়ে তাঁর অভিমত সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর মতে, 'ভাল কাজ করতে গেলে একটু সমস্যা হবেই। মেট্রোর কাজ ঠিকমতোই এগিয়ে চলছে। দু'বেলা এই মোড় দিয়ে আসা যাবার পথে কোনও সমস্যা চোখে পড়েনি। আর উন্নয়নের জন্য একটু অপেক্ষা করেত হবে। শহরের অন্যপ্রান্তে মেট্রো হবার জন্য মানুষকে যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।'

তৃণমূলের দুর্গ অটুট

একের পাতার পর

এই জেলায়। যদিও বাম নেতৃত্ব তৃণমূলের এই জয়ে ভোট কারচুপির অভিযোগ করেছেন। কিন্তু তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি জনগণ বামেদের প্রত্যাখান করেছে, তাদের পুনর্বাসন আর চাইছেন না।

প্রশ্ন রেখে গেল

একের পাতার পর

দলকে যে ভাষায় আক্রমণ করেছেন তা কোন 'মূল্যবোধ' তা তিনিই বলতে পারেন। তিনিই বলতে পারেন দিনের পর দিন বড় বড় সংবাদপত্রগুলিকে 'সবকাজ' হয়ে যাওয়ার দীর্ঘ ফিরিস্তির বিজ্ঞাপনগুলি কংগ্রেস, বিজেপি, বামদের বিজ্ঞাপনী প্রচার থেকে কোন অংশে কমছিল। রাজ্যবাসী লক্ষ্য রাখবে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কে আগামীতে মমতা কতটা 'ম্যাজিক' করতে পারেন।

আরাবুলের মত দলের 'সম্পদ' যেখানে সেখানে লক্ষাধিক ভোটে যে কোনও পরিযায়ী পাখি, বসন্তের কোকিল কিংবা পাগলু ডাক্তার অনায়াসে ভোট বৈতরণী পেরিয়ে যাবে। বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতির রেনেসাঁ আজও এল না।

মোদি ম্যাজিকেই

একের পাতার পর

বাংলায় মোদি ঝড় কিছুটা হলেও ধাক্কা খেল। এর কারণ, আগামী দিনে নিশ্চয়ই বিশ্লেষণ হবে। ভারতীয় জনতা পার্টি খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা ভবানীপুরে এগিয়ে গিয়েছে এটাও একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। এ রাজ্যের বিরোধীরা সন্ত্রাসের অভিযোগ করেছেন ভোটের সময়। নির্বাচনী সন্ত্রাস এ রাজ্যে নতুন নয়, তবে মা–মাটি–মানুষের আমলেও এ অভিযোগ উঠল। সুরেশ রাকেশ নির্বাচনী পর্যবেক্ষক হয়ে এ রাজ্য এসে যে ভূমিকা পালন করেছেন তা সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। তবে এত কিছু ছাপিয়েও আজ ভারতবর্ষ মোদিময়।

নির্বাচনী প্রতিক্রিয়া: এ রাজ্যে

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় (বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা)

এ রাজ্যে সরকারের কাজের মূল্যায়নের দিক দিয়ে ভোট হয়েছে। সারা দেশে মোদি ঝড় বিপুল কাজ করলেও মোদি ঝড় এই রাজ্যে সেইভাবে কাজ করতে পারেনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সততা ও ভাল কাজ করার নিরিখে এই রাজ্যে বিজেপি সেইভাবে প্রভাব ফেলতে পারেনি। তবুও যথেষ্ট সংখ্যক মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন এবং আগামী দিনে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে এক নতুন শক্তি রূপে উঠে আসছে এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মানুষ চেয়েছে কেন্দ্রে একটি দলের সরকার। কারণ, জোট দলের সরকারের ক্ষেত্রে ছোট ছোট সহযোগী দলগুলি দাবি দাওয়া নিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই সরকারকে নানা সমস্যার মুখে পড়তে হয়। তাই দেশের মানুষ এবার সেটা চায়নি। দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে মানুষ এবার বিজেপিকে ভোট দিয়েছে, একটা নতুন সরকার গড়ার লক্ষ্যে।

রাহুল সিনহা (বিজেপি রাজ্য সভাপতি)

এই রাজ্যে বিজেপি আগামী দিনে এক নতুন শক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপি এককভাবে আসবে এ বিষয়ে একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। এই রাজ্য থেকে সিপিএম প্রায় নিশ্চিন্ন হয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেসেরও প্রায় একই হাল হবে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপি হবে এই রাজ্যের প্রবল প্রতিপক্ষ।

অমিতাভ দত্ত সভাপতি, জনতা দল (ইউনাইটেড), পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গে মূলত বিজেপি বনাম টিএমসি'র লড়াই হয়েছে। ১২ শতাংশ ভোট বিজেপি'র বেড়েছে। বামফ্রন্ট প্রায় একপ্রকার নিশ্চিন্ন হয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষে এবার কংগ্রেসের পরিবারতন্ত্র, দুর্নীতিগ্রস্ত ইউপিএ সরকারের বিরুদ্ধে এককভাবে লড়েছেন বিজেপি। যদিও গত ৫ বছরে বিজেপি তথা এনডিএ–কে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলন করতে দেখা যায়নি। কিন্তু নির্বাচনের সময় নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সারা দেশ জুড়ে কংগ্রেস তথা ইউপিএ সরকারের বিরুদ্ধে যে ঝড় নরেন্দ্র মোদি তুলেছিলেন তারই ফল এই বিপুল সংখ্যক ভোটে জয়। দেশের মানুষ আজ কংগ্রেসের পারিবারিকতন্ত্রকে আর মানতে চায় না। পশ্চিমবঙ্গে নরেন্দ্র মোদি ঝড় একটা বিরাট প্রভাব ফেলেছে। অধিকাংশ স্থানেই বিজেপি প্রার্থী দ্বিতীয় হয়েছে। কেন্দ্রে যে সরকার রাজ করে আর তার বিরোধী সরকার পশ্চিমবঙ্গে রাজ করে। একই চিরাচরিত প্রথা এবারও বজায় থাকল। এর ফলে কেন্দ্র ও রাজ্যের যে চিরাচরিত সংঘাত তা এবারও বজায় থাকবে। এতে রাজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটু সমস্যা হয়।

তরিৎ তপদার (সিপিআইএম নেতা)

প্রাথমিকভাবে অনুমান হচ্ছে বিরোধী ভোটটা সম্পূর্ণভাবে ভাগ হয়ে গিয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম বিজেপি তৃণমূলের ভোটটা বেশি কাটবে। কিন্তু বাস্তবে উল্টোটা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের ভোটটা বিজেপি বেশি কেটেছিল। ৩০ বছর পর কোনও একটি দল এককভাবের দেশ শাসন করতে আসছেন। যা আগামী দিনে কতটা ভাল হবে সেটাই দেখার বিষয়। তবে দেশের মানুষের মনে এক অদ্ভুত রাজনৈতিক রূপান্তর ঘটেছে। তাই আজ বিজেপি এই বিপুল সমর্থক পেয়েছে। এই রাজ্যেও তারা এক নতুন শক্তি রূপে এগিয়ে এল।

লিডের হার

একের পাতার পর

লক্ষ্যণীয় বিষয় বিজেপি প্রার্থীর ভোট প্রাপ্তি। এই লোকসভা কেন্দ্রে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক সভা করেছেন মিঠুন চক্রবর্তী সহ টালিগঞ্জের এক ঝাঁক তারকা অভিনেতা–অভিনেত্রীরা এই কেন্দ্রে প্রচারে এসেছেন।

তবে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে অভিষেক যে মার্জিনে জিতেছেন তা খুব আশা ব্যঞ্জক নয় বলেই অনেকে মনে করছেন। এই কেন্দ্রের বিষ্ণুপুরে ২৬২৬২ ভোটে, সাতগাছিয়া কেন্দ্র ১৯২৭৬ ভোটে তৃণমূল প্রার্থীকে 'লিড' দিয়েছে। তবে হতাশ করেছে বজবজ, ডায়মন্ড হারবার এবং মেটিয়াবুরুজ কেন্দ্র। এই তিনটি কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থীকে যথাক্রমে ৪৫৭৫, ২২১৯ এবং ২৫১১ ভোটে লিড দিয়েছে।

৯ বারের সাংসদকে পরাজিত করে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন মুনমুন সেন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ১৭ মে–২৩ মে, ২০১৪

মোদির কাছে প্রত্যাশা

দিল্লিতে অবশেষে পালাবদল ঘটল। পরিবর্তনের হাওয়ায় কংগ্রেসের অনেক রথী–মহারথী পরাজিত হয়েছে। বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী মনমোহন আক্ষেপ করে বলেছেন যে, তাঁকে মূল্যায়ন করবে ইতিহাস। দশ বছরের প্রধানমন্ত্রীত্বে মনমোহন যে কার্যত অসহায় ছিলেন তা অতিবড় কংগ্রেস সমর্থক অস্বীকার করতে পারবেন না। কয়লা কেলেঙ্কারী, টুজি, কমনওয়েলথ থেকে শুরু করে নানা কালির দাগ রাহুল গান্ধীকে বহন করতে হয়েছে। শতাব্দী প্রাচীন দলের দাবিদার কংগ্রেস আজ একশটি আসন পেল না, এও এক ইতিহাস। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মূলত এই দলটিই বেশিদিন শাসন করেছে এবং বেশি কেলেঙ্কারিতে জড়িয়েছে। জোট রাজনীতির যুগে বারংবার দেখা গিয়েছে ব্ল্যাকমেলের এক নির্লজ্জ রাজনীতি। রাজ্য–কেন্দ্র টানাপোড়েন আর নানা কারণে–অকারণে পদত্যাগের নানা নাটক দেশবাসী দেখেছে। রেকর্ড ভোটে জিতে নরেন্দ্র দামোদর মোদি আজ প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কাছে মানুষের আশা প্রত্যাশা অনেক। দেশবাসী তাঁর কাছে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম যাতে কমে সেই প্রত্যাশাটিই প্রথম। গ্যাসে ভুর্তুকি, দেশের প্রগতি, শিল্পায়ন, আর্থিক উন্নয়ন, দেশের অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা আর সর্বোপরি কেলেঙ্কারি মুক্ত সরকার দেখতে চায় দেশবাসী। বাজপেয়ী আমলে শরিকদের নানা চাপে, নানা কেলেঙ্কারীর কারণে রাজ্য পরিচালনার প্রতি দেশবাসী বীতশ্রদ্ধ হয়েছিল। এনডিএ সরে গিয়ে এসেছিল ইউপিএ। কেলেঙ্কারী থেমে থাকেনি, থেমে থাকেনি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম।

নতুন সরকার দেশের শিক্ষানীতি নিয়ে নতুন করে ভাববে আশা করা যায় । কপিল সিব্বালের আমলের রাইট টু এডুকেশন আইনের একটি বিচ্যুতি নিয়ে আশা করি পদক্ষেপ নেবে। দেশের প্রকৃত স্বাধীনতার ইতিহাস তাঁরা তুলে ধরবেন আর একই পরিবারের নামে সরকারি প্রকল্প করার প্রবণতা বন্ধ করবেন নতুন মোদি সরকার। নতুন ভারত সরকার বিশ্বের দরবারে ভারতের সম্মানের আসন ফিরিয়ে দিক।

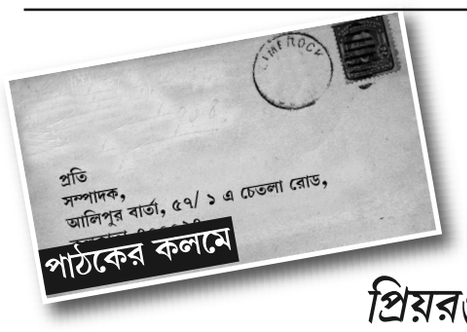

প্রিয়রঞ্জনের খবর কি?

প্রিয় সম্পাদক,

প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী'র খবর কি? সুদীর্ঘকাল ধরে তিনি লোকচক্ষুর অগোচরে। তিনি জীবিত না মৃত–এ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিস্তর কৌতূহলী অলোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। অনেকের ধারণা প্রিয়রঞ্জন বেঁচে নেই। তাকে ফরমানিনে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। ল্যাবরেটরিতে ফরমানিনে ডুবিয়ে বহু প্রাণীদের দেহ প্রায় সজীব অবস্থায় থাকে। আই.সি.আই নামক ঘরেও যে দীর্ঘকাল মৃতদেহকে রেখে দেওয়া যায় তা চিত্র পরিচালক অঞ্জন চৌধুরীর বেলায় দেখা গিয়েছে। সরকারি টাকার শ্রাদ্ধ করে সহানুভূতির রাজনীতি করতেই মৃত ব্যক্তিতে আড়ালে রাখা হয়েছে বলে যে সন্দেহ ভোটারদের মনের মধ্যে আলোচনার ঝড় বইছে তা সঠিক করতে আসল ঘটনা উদঘাটিত হোক।

ঝরণা সরকার
টালিগঞ্জ

অমৃতকথা

২৩০। এক সেরে দুধে এক ছটাক জল থাকলে সহজে অল্প জ্বালে ক্ষীর করা যায়, আর এক সের দুধে তিন পো জল থাকলে সহজে ক্ষীর হয় না, অনেকক্ষণ জ্বাল দিতে হয়, শেষে হয় তো হয়ই না। সেই রকম বালকের মনে বিষয় বাসনা খুবই কম, এজন্য একটুতেই ঈশ্বরের দিকে যায়, কিন্তু বুড়োদের মনে বিষয় বাসনা গজ গজ করে, তাই তাদের মন সহজে তাঁরা দিকে যায় না।

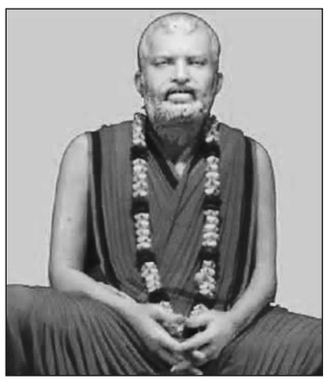

২৩১। মানুষের মন যেন সরষের পুঁটলি। সরষের পুঁটলি একবার ছড়িয়ে গেলে যেমন কুড়োনো ভার হেয় ওঠে, মানুষের মন সেইরকম একবার সংসারে ছড়িয়ে গেলে স্থির করা ভার হয়ে ওঠে। বালকের মন ছড়ায়নি, এজন সহজে স্থির হয়, কিন্তু বুড়োদের মন সংসারে ছড়িয়ে গিয়েছে, এজন্য স্থির হওয়া ভার।

২৩২। প্রশ্ন – সকল মানুষই কি ভগবানকে দেখতে পাবে? উত্তর – কোনও লোক একেবারে উপোষী থাকবে না, তবে কি না কেউ বা নটার সময়, কেউ বা দুটোর সময়, আর কেউ বা সন্ধ্যার সময় খায়। সেইরকম জন্মজন্মান্তরে কোন সময়ে না কোন সময়ে সকলেই ভগবানকে দেখবে।

২৩৩। প্রশ্ন –কোন পথ অবলম্বনীয়? উত্তর – তোমাদের পক্ষে আর্য ঋষিদের পথ – সনাতন পথই শ্রেয়।

২৩৪। অনুতাপের অশ্রু আর আনন্দের অশ্রু চোখের দু'দিক দিয়ে পড়ে। নাকের দিকে চোখের যে কোণ সে দিক দিয়ে অনুপাতের অশ্রু ও অন্যদিক দিয়ে আনন্দের অশ্রু পড়ে।

২৩৫। প্রশ্ন–বর্ত্তমানকালে যে ধর্ম্ম প্রচার হচ্ছে এই রকম প্রচার আপনি কেমন মনে করেন? উত্তর–একজনের আয়োজন একশো জনকে নিমন্ত্রণ। অল্প সাধনায় গুরুগিরি।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেব

রাজ্যবাসী চাইছে শান্তি আর প্রগতি

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

গতকাল ১৬ মে, ষোড়শ লোকসভার ফলপ্রকাশের পর যে প্রশ্নটা বিশেষভাবে উঠছে। তা হল এতদিন একে অপরের বিরুদ্ধে যাই বলুক না কেন, দেশের প্রতিটি নাগরিক, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের শান্তির বার্তাবরণ ফিরে পেতে চাইছেন। তাঁদের প্রত্যেকের একটা দাবি, সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে এই রাজ্যে শান্তি বিরাজ করুক। একইসঙ্গে প্রত্যেকেই চাইছেন কেন্দ্রে তৈরি হোক মজবুত সরকার, যা আগামী পাঁচ বছরে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিটাই পাল্টে দিতে পারে।কোনও কোনও মহল মনে করছেন, এবারের নির্বাচনে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে খরচ হয়েছে, কমপক্ষে ৫০ হাজার কোটি টাকা। তাই নির্বাচনের পরে তারই প্রেক্ষিতে দেশের সর্বত্র দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধি পাবে। এখন জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে,তাতেই সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তার চেয়েও যদি জিনিসপত্রের দাম যদি আরও বৃদ্ধি পায়, তাহলে তা সাধারণ মানুষকে খুবই চিন্তায় মধ্যে ফেলে দেবে।

ইদানিংকালে সারদা কেলেঙ্কারির বিষয়টি মূলত কয়েকটি টেলিমিডিয়া এবং বামপন্থীদের মুখে ঘোরাফেরা করলেও বাস্তবে তার কোনও প্রভাব পড়েনি বললেই চলে। শেষ দফার নির্বাচনের চারদিন আগে সুপ্রিম কোর্ট সারদা গ্রুপ অফ কোম্পানির বিরুদ্ধে তদন্ত করার দায়িত্ব দিয়েছে সিবিআইকে। আশা করা যায়, সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারের দাখিল করা হলফনামাকে ভিত্তি করেই সিবিআই সারদা

কেলেঙ্কারির তদন্তে নামতে পারে। গত এক বছরে সিটের তদন্তে পাওয়া তথ্যকে তারা ভিত্তি করতে পারে। বিধাননগর পুলিশ এবং সিটের তদন্তের ভিত্তিতেই এই হলফনামা তৈরি হয়েছিল। প্রশাসনের একাংশের মত হল, হলফনামার সঙ্গেই সেখানে উল্লিখিত প্রতিটি তথ্যের প্রমাণের নথি সিবিআইকে দিতে বাধ্য থাকবে বিধাননগর পুলিশ এবং সিট।

অন্যদিকে, রাজনৈতিক দলগুলি কতটা শান্তিস্থাপনে আগ্রহী তা নিয়েই অনেক প্রশ্ন উঠেছে। বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল তখন তারা যে মারধোর, ভয় দেখানো ইত্যাদি অনৈতিক কাজগুলি করে নির্বাচন পরিচালনা করেছে, তা জলের মতো পরিষ্কার। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ যদি একই পথ অবলম্বন করে তাহলে অবশ্য তাকে মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষ আশা করেছিলেন, ৩৪ বছরের সিপিআই(এম)–এর জগদ্দল পাহাড়কে সরিয়ে যাদের ক্ষমতায় আনা হয়েছিল, তারা কিন্তু বারবার মিটিং–মিছিলে বলেছিল, বদলা নয়, বদল চাই। তাহলে কেন বারংবার বিরোধীদের প্রতি শাসকদলের শারীরিক আক্রমণের অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শাসক দলের জনৈক মাঝারি মাপের নেতার বক্তব্য হল, সিপিআই(এম)কে অনায়াসে চন্দ্রবোড়া সাপের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যারা আপাতত নির্বিষ মনে হলেও যে কোনও সময় বিষ ঢেলে দিতে পারে সামনে থাকা যে কোনও মানুষকে। পৃথিবীর সবকিছুকে বিশ্বাস করা গেলেও বামপন্থীদের ওপর কখনও নির্ভর করতে নেই। প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্তু গণতন্ত্রের তো ওরাই শরিক। তার উত্তরে ওই নেতা বলেছিলেন, জিজ্ঞেস কর তো, বামপন্থীরা কি আদৌ গণতন্ত্র বিশ্বাস করে? ওরা সুযোগ পেলেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে ধ্বংস করার জন্য যে কোনও পথ অবলম্বন করতে পারে। তাই আমরা ওদের গোড়া থেকে কেটে দিতে চাই।

ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের ১০ শতাংশ মানুষ সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। আর বাকি ৯০ ভাগ মানুষ অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়। তাদের ওপরেই নির্ভর করে কে বা কারা ভোটে জয়ী হবেন। কিন্তু শান্তির বাতাবরণ তৈরি করার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রশাসনের ওপরেই বর্তায়। সেইসূত্রে রাজ্যের মানুষ আশা করবেন, নির্বাচনের ফল যাই হোক না কেন, রাজ্য সরকার সঠিক এবং শান্তিপূর্ণভাবে প্রশাসনকে পরিচালনা করবেন। তাই প্রত্যেকের আবেদন, গুণ্ডারাজ খতম করে দিয়ে রাজ্যকে নতুনভাবে প্রস্তুতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলুন।

বন্যায় ভাসানোর জন্য সরকার বাষ্প ব্যাঙ্ক মেঘ ভাসাচ্ছে

শক্তিভূষণ সরকার

নো এন্ট্রির বোর্ড ঝুলিয়ে কিভাবে সরকার চৈত্র–বৈশাখের কালবৈশাখী বাতিল করেছে তা পূর্ববর্তী কয়েকটি সংখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে। এবারের আলোচনায় আসছি বন্যায় ভাসানোর সরকারি মেঘ তথা বাষ্প ব্যাঙ্কের সৃষ্টির আলোচনা। মেঘকে টেনে দেশাভ্যন্তরে টেনে আনার আসল কারখানাটি হ'ল রাজস্থানের থর মরুভূমি। সরকার দেশের সর্বনাশ সাধনের জন্য প্রকৃতির তৈরি করা সাধের মরুভূমি জল দিয়ে ভিজিয়ে সবুজ করেছে। এর ফলে ওখানে নিম্নচাপের কেন্দ্রবিন্দু (L) উদ্বাস্তু হয়ে ভারতের যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। একারণে মৌসুমীর ঢাল পাল্টে গেছে। তাই মৌসুমী বায়ু আর প্রবেশ করতে পারছে না নির্ধারিত পথে। তাই সমুদ্রের বাষ্প মেঘের আকারে সারা সমুদ্রের আকাশে ভিড় করে জমে রয়েছে। অনেকটাই সমুদ্রে ঝরাচ্ছে। অনেকটা চলে যাচ্ছে বিষুবরেখার দিকে। বেশ কিছুটা মেঘ যত্রতত্র ঘোরাঘুরি করছে।

আবহাওয়া তত্ত্বের মূল কথা হল উচ্চচাপ কেন্দ্র বিন্দু (L) থেকে নিম্ন চাপ কেন্দ্রবিন্দুতে বাতাস বয়। ঠিক যেমন উচ্চ ভোল্টেজ থেকে নিম্ন ভোল্টেজের দিকে বিদ্যুতের প্রবাহ ঘটে। উঁচু জায়গা থেকে লাফ মারলে নীচু জায়গায় পড়ে। এ কারণে বাতাসের চলনের জন্য পৃথিবীর ৮ ভাগের মধ্যে ১ ভাগ মরুভূমি প্রকৃতি দেবী তৈরি করেছেন। কেউ যদি প্রকৃতির নিয়ম তথা বিজ্ঞানকে মর্যাদা না দিয়ে মরুচাষ করে ফসল ফলাতে চায় তবে সেটা স্রেফ মুর্খামীর কাজ হয়। মনে রাখতে হবে প্রকৃতি দেবী যা করেন সেটাই সত্য, সেটাই বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানকে মর্যাদা না দিলে অবৈজ্ঞানিক কাজ হয়। এতে প্রকৃতি দেবীর কাজের গতিতে ছন্দপতন ঘটে। যে ছন্দপতনের কাজ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভুগছে। চীন, রাশিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, সবাই এ দোষ তাদের দেশের আবহাওয়ায় বিভ্রাট সৃষ্টি করেছে। এর ফলে প্রকৃতি রুষ্ট হয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্য নিয়মিত অঘটন ঘটিয়ে চলেছে। অবশ্য বলা চলে মরুচাষের কুফল না জেনে তারা বিপর্যয় ঘটাচ্ছে। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে তা বলা চলে না। কারণ আলিপুর বার্তার মাধ্যমে ত্রিশ বছর ধরে মরুচাষের কুফলের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ, প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের নিয়ে সভা করা হয়েছে। বেতার, দূরদর্শনেও আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন দৈনিক কাগজ লজ্জা লজ্জা করে দু একবার আলোচনাও করেছে।

কিন্তু নেতারা জেগে ঘুমোয়। যাদের মূল উদ্দেশ্য দেশের ক্ষতি সাধন করা –– তারা দেশের ভালোর জন্য, দেশের উন্নতি ঘটাবার মূল আওয়াজের কথা শুনবে কেন? বরং দেশের চরম ক্ষতি করার কাজে উৎসাহ নিয়ে দেশকে ভিখারি বানাবার জন্য তারা দায়বদ্ধ–– এটা প্রমাণ করতে তারা মরু চাষের বিরুদ্ধে এক বর্ণও খরচ করে না। তারা চায় ত্রাণের টাকার ভাগ দিয়ে স্ফূর্তি করবে। তাই মরু চাষের মাধ্যমে চৈত্র–বৈশাখের কালবৈশাখী বন্ধ করে রৌদ্র দহনে ক্লান্ত হয়েও বেজায় খুশি হয়ে ভোট ভিক্ষায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে যে কথাটা তারা বলে তা অনেকটা কসাইয়ের মতো শোনায়। কসাইরা বলে দেখ ছাগল! আমরা যতদিন আছি তোর ভরসা নেই।

ছাগলরা এ কথা শুনে গদগদ হয়ে যেভাবে কসাইয়ের কাছে দৌড়ে যায় নেতাদের কর্মকাণ্ডে সে চিত্রই ফুটে ওঠে। তাই জলীয় বাষ্প দেশাভ্যন্তরে ঢুকতে না দিয়ে জমিয়ে রাখা হচ্ছে সমুদ্রের আকাশ জুড়ে। ওটাই মেঘ তথা বাষ্প ব্যাঙ্ক।

মরু চাষের জন্য থরের তাপমাত্রা কমতে কমতে গোটা উত্তর পশ্চিম ভারতের তাপমাত্রা কমছে আর পূর্ব ভারতের তাপমাত্রা বাড়ছে। এর ফলে উত্তর ও উত্তর পশ্চিমের শুষ্ক বাতাসের স্রোত নেমে আসছে পূর্ব ভারত জুড়ে।

সমুদ্রোপোকূল সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে তাই তৈরি হয়ে চলেছে ছোট ছোট অজস্র নিম্নচাপের কারখানা।

এদের টানে সমুদ্রের মেঘকে যখন নিমন্ত্রণ জানাবে তখন মেঘেরা মেঘ তথা বাষ্প ব্যাঙ্ক থেকে জমা থাকা মেঘ সাফ করার জন্য ধেয়ে আসবে।

মরুর মতো জোরালো টান হয় না অজস্র ছোট নিম্নচাপের দ্বারা। তাই নববধূর মতো ধীরভাবে সনন্ত্র গতিতে এক পা দু'পা করে উপকূল অঞ্চলে আচমকা আছড়ে পড়ে মেঘেরা মুক্তির দাবিতে আছড়ে পড়ে বন্যা তৈরি করবে।

ভারতের অনেক জায়গায় মেঘের বিস্ফোরণ হয়ে বন্যার বিপর্যয় ঘটাবেই ঘটাবে!

বিকেল ৩টা–৪৫। ৩০বি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের সামনে উল্লাস তৃণমূল সমর্থকদের।

আপনিই রিপোর্টার

পাঠকেরা আপনাদের অঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যা, সামাজিক উন্নতি–অবনতির খবর ও উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানের কথা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের খবর আমাদের জানান। প্রয়োজনে আমাদের রিপোর্টার আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই অঞ্চল বা ওই সমস্যার ওপরে আলোকপাত করবেন। যোগাযোগ করুন – ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা– ২৭। ইমেলও করতে পারেন alipur_barta@yahoo.co.in, alipur-barta1966@gmail.com আমাদের ফেসবুকেও মেসেজ পাঠাতে পারেন।

রাজ্য রাজনীতি

বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া শান্তিতে নির্বাচন হয়েছে: কমিশন

কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে রাজ্যের শেষ দফার নির্বাচন। সোমবার পঞ্চম তথা শেষ দফার নির্বাচন শেষ হওয়ার পর একথা জানিয়ে দিল্লিতে উপ–নির্বাচন কমিশনার বিনোদ জুৎসি একথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পশ্চিমঙ্গে শেষ দফার নির্বাচনে বেশ কিছু রাজনৈতিক সংঘর্ষ, বিক্ষিপ্ত অশান্তি ও হিংসার যেসব ঘটনা ঘটেছে, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় তার কোনও প্রভাব পড়েনি। এদিন পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন কমিশনের সিইও সুনীল গুপ্তা জানিয়েছেন, পঞ্চম দফা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সোমবার সকাল থেকেই বেশ কিছু বিক্ষিপ্ত হিংসার ঘটনা ঘটেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন, উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ায় একটি বুথ থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে সিপিআই(এম) ও তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় ৪ জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। এই সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, হাড়োয়ায় এই ঘটনায় গুলি চালানোর কোনও ঘটনা ঘটেনি বা কেউ গুলিবিদ্ধও হননি। সোমবার পঞ্চম দফার নির্বাচনের দিন সকাল থেকেই হাড়োয়ার ব্রাহ্মণচক ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। অভিযোগ উঠেছিল, এখানে গুলিবিদ্ধ হয়ে অন্তত চারজন আহত হয়েছেন। দিনভর এই ঘটনা নিয়ে চাপানউতোর চলে। নবান্ন সূত্রের খবর, অভিযোগের খবর পেয়েই রাজ্যের বিশেষ নির্বাচনী পর্যবেক্ষক সুধীর কুমার

ছবি: অরুণ লোধ

রাকেশ ফোন করেন এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) এম.কে. সিংকে। ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয় নির্বাচন কমিশনে। পরবর্তীসময় প্রাথমিক যে রিপোর্ট জমা পাড় তাতে কারও গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।

এছাড়াও উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটি, কামারহাটি, আমডাঙা, পানিহাটি ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর ও জয়নগরের বেশ কিছু জায়গা থেকে মোট ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অন্যদিকে বহরমপুর, রেজিনগর, ভরতপুর, বাড়োঞা–তে তৃণমূল ও কংগ্রেস সমর্থকদের মধ্যে হাতাহানির ঘটনায় দু'দলের বেশ কয়েকজন সমর্থক আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বীজপুরের ১৮০টি বুথের মধ্যে প্রায় ১৫ জন সিপিআই(এম)–এর এজেন্ট দেওয়া হয়েছিল। নৈহাটির বিধায়ক পার্থ ভৌমিক অবশ্য বলেছেন, আমরা কোথাও ওদের এজেন্ট বসতে বাধা দিইনি। উল্টে আমি নিজে ১৪৪ এবং ১৪৬ নম্বর বুথে সিপিএম–এর দু'জন এজেন্টকে বসিয়েছি। সোমবার বিকেলে ব্যারাকপুরে নিজের বাড়িতে সিপিআই(এম) নেতা তড়িৎ তোপদার বললেন, বীজপুরে তৃণমূল সন্ত্রাস করেছে। বিভিন্ন জায়গায় ভোটারদের বাধা দিয়েছে। আমরা কোথাও পোলিং এজেন্ট দিতে পারিনি।

তিনি আরও বলেন, গত তিনদিন বাড়িতে বাড়িতে হুমকি দিয়েছে। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, আপনারা তো আগে এমনই করতেন। উত্তরে তড়িৎবাবু বলেন, একটাও প্রমাণ দিতে পারবেন না যে, আমরা আগে কাউকে এভাবে বাধা বা হুমকি দিয়েছি। বীজপুরের বিধায়ক শুভ্রাংশু রায় বলেন, সিপিএম এজেন্ট দিতে পারেনি। এখন বলছে সন্ত্রাস।

আমরা কি করব বলুন তো? জগদ্দলের আঁটপুর এলাকার সিপিআই(এম) এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে সংঘর্ষে উভয়পক্ষের পাঁচজন আহত হন।

ভোট দিতে পারলেন না রঞ্জিৎ মল্লিক

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিতে পারলেন না শহর কলকাতার শেরিফ রঞ্জিৎ মল্লিক ও তাঁর স্ত্রী দীপা মল্লিক। ভোট দিতে পারেননি অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তীর ছেলে অর্জুন চক্রবর্তী। ঘটনাচক্রে দেখা যায়, এদের কারও নামই এবারের ভোটার তালিকায় ছিল না। হতাশ ভাবে রঞ্জিৎ মল্লিক বলেন, দেখুন গত ৫০ বছর ধরে ভোট দিচ্ছি। অথচ এবারেই নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য ভোট দিতে পারলাম না। বাড়িতেও আগে থেকে ভোটার স্লিপ না আসায়, সন্দেহটা দানা বেঁধেছিল। তবু আশা করেছিলেন, মূল ভোটার তালিকায় তাদের নাম থাকবে। অন্যদিকে অর্জুন চক্রবর্তীর নামও ভোটার তালিকায় না থাকলেও তাঁর বাবা, মা ও দাদা গৌরব, সবাই স্থানীয় স্কুলে ভোট দিয়েছেন। সূত্রের খবর, অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায় ও অভিনেতা–নাট্যকর্মী কৌশিক সেনও এবারের নির্বাচনে ভোট দেননি। তারকা প্রার্থী মুনমুন সেন, দীপক অধিকারী (দেব), সন্ধ্যা রায়, শতাব্দী রায়, তাপস পাল সকলেই এবারের নির্বাচনে নিজ নিজ কেন্দ্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।

বজবজ মেটিয়াবুরুজে ফুরফুরে মেজাজে তৃণমূল নেতৃবৃন্দ

অর্পণ মণ্ডল • মহেশতলা

মেটিয়াবুরুজের বিভিন্ন বুথে সকাল থেকেই ভোট দেওয়ার জন্য মানুষের ঢল নামে।

এখানকার সাতঘড়া, লিচু বাগান, বটতলা, মারী রোড অঞ্চলে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন হয়েছে বলে দাবি জানান তৃণমূল বিধায়ক মমতাজ বেগম।

তিনি জানান, 'সত্তর শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে আমাদের অঞ্চলে। গতবারের থেকে ব্যবধান অনেক বাড়বে।' ২০০৯–এ লোকসভা নির্বাচনে এই অঞ্চল থেকে ৮ হাজার ভোটের ব্যবধান পেয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের অন্তর্গত মহেশতলার বিধায়ক কস্তুরী দাস জানালেন, 'মানুষ আনন্দের সঙ্গে ভোট দিয়েছে। কোনও জায়গায় সমস্যা হয়নি। আশি শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে মহেশতলায়। এখান থেকে ৩০ হাজারের বেশি ব্যবধান আশা করছি।'

বজবজ বিধায়ক অশোক দেব আত্মবিশ্বাসের সুরে জানালেন ,'গত বারের থেকে ব্যবধান অনেক বাড়বে। প্রায় ৮৫ শতাংশ ভোট পড়েছে আমার এলাকায়, কোনওরকম অশান্তি হয়নি।'

বেআইনি মজুত অস্ত্র আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: নির্বাচনের আগের রাতেই বাসন্তী থানায় সোনাখালি, নারায়নতলা গ্রাম থেকে প্রচুর পরিমাণে মজুত বেআইনি অস্ত্র প্রভাকর মণ্ডল নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে জেরা করে চম্পাহাটি হারান থেকে উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে ছিল একটি ৭–এমএম, ২টি ৯–এমএম পিস্তল, ৬টি ম্যাগাজিন, একটি সিগন্যাল, একটি ডবল ব্যারেল বন্দুক এবং ৭৫ কেজি বোমের মশলা। জেলার পুলিশ সুপার প্রবীণ ত্রিপাঠি জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে পূর্ণতদন্ত চলছে।

ডায়মন্ড হারবার ও মথুরাপুরে হাঙ্গামা, বুথ দখল, গুলি চালানোর অভিযোগ

মেহবুব গাজি • ডায়মন্ড হারবার

১২ মে ভোটের দিন বেশকিছু ভোটারকে শ্লীলতাহানি করে মারধর, ক্যাম্প অফিস লক্ষ্য করে গুলি, বুথ দখল ছাপ্পা ভোটের অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ডায়মন্ড হারবার ও মথুরাপুর লোকসভা এলাকার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকা। দিনের শুরুতেই মথুরাপুর কেন্দ্রের অন্তর্গত রায়দিঘি খাড়ি অঞ্চলের ১১১ নম্বর বুথে এক মধ্য ৪০–এর সিপিএম সমর্থক মহিলার বাড়িতে চরাও হয়ে তাঁকে বাশ ও রড দিয়ে আক্রমণ করে বিবস্ত্র করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে। ওই মহিলাকে গুরুতর জখম অবস্থায় রায়দিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সিপিএম নেতা কান্তি গাঙ্গুলী বলেন, ওই বুথে বিরোধীরা ভোট দিতে পারেননি। তবে তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের ফলতায় কেল্লার ২০৮ নম্বর বুথে ভোট দিতে গিয়ে বেশকিছু মহিলাসহ ১০ বামকর্মী সমর্থক আক্রান্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ জানালেন। হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে নারুগোপাল মৌলেকে। ওই বুথে সকালে নাকি পিডিএস এজেন্টকে মারধর করে বের করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে। ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা সিপিএমের বিধান পাড়ুই অভিযোগ

জানিয়েছেন, তাঁর বাড়ির কাচের জানালা ও দরজা ভাঙচুর করেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা।

রবিবার রাতেই এই দুই কেন্দ্রের বিভিন্ন বুথে রাজ্যের বিরোধী দলের এজেন্টরা হুমকি ও ভয় দেখানোর অভিযোগ জানাতে শুরু করেন। তারা বলেন, পুলিশকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অভিযোগ করেন একাধিক বুথ শাসক তৃণমূলের দখলে চলে গিয়েছে। দেখা মেলেনি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের। তাঁরা বলেন, অনেক জওয়ানকে ডায়মন্ড হারবারে নদীর ধারে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে। মথুরাপুর কেন্দ্রের উস্তির মরাপাই ২৩২, হরিহরপুরের ৮৭, একতারা ২১১ নম্বর বুথ–সহ মন্দিরবজারের নিশাপুর, ধনুরহাট, কাকদ্বীপের বাপুজী, মধুসূদনপুরেরর একাধিক বুথ, বিষ্ণুপুরের আমগাছিয়া, আধারমানিক, আলতাবেড়িয়ায় একাধিক বুথে বিরোধী দলগুলি কোনও এজেন্ট দিতে পারেনি বলে জানিয়েছে। বেশকিছু সাধারণ মানুষ জানালেন তাঁরা বুথ মুখো হতে পারেননি। এক বেসরকারি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিককে একদল লোক মারধর করে ক্যামেরা ভাঙচুর করে দেয়। মহেশতলার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কানাখুলিতে কংগ্রেসের ক্যাম্প অফিস ভাঙচুর ও ৫ রাউন্ড গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। জেলা কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক সুজিত পাটোয়ারির অভিযোগ, 'শাসক দল ভোট লুট করেছে। পুলিশ প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন নিরব দর্শক ছিল।' তবে জেলা তৃণমূলের সহ–সভাপতি শক্তি মণ্ডলের দাবি, 'মানুষ উৎসবের মেজাজে ভোট দিয়েছেন। বিরোধীরা পায়ের তলার মাটি হারিয়ে কুৎসা করছে।'

বাংলাদেশ

তিস্তা চুক্তি না হওয়ায় মমতাকে তীব্র আক্রমণ হাসিনা'র

রফিকুল ইসলাম সবুজ • ঢাকা

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তীব্র বিষোদগার করলেন শ্রীমতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিস্তার জল বন্টন চুক্তি না হওয়ার জন্য দায়ী করে। বাংলাদেশের অনুমতি ছাড়া টিপাই মুখে ভারত কোনও প্রকল্পের কাজ করতে পারবে না বলে মন্তব্য করেন হাসিনা। গত রবিবার জলসম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনে গিয়ে হাসিনা এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ভারত–বাংলাদেশ আলোচনা করে তিস্তা নদী নিয়ে আমরা যে সমঝোতায় এসেছিলাম ভারতের এক প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যায়ের আপত্তিতে সেই চুক্তিটি হল না। এটা খুবই দুঃখজনক। বাংলাদেশ–ভারতের যৌথ উদ্যোগে গঙ্গা বাঁধ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে হাসিনা বলেন, যৌথ উদ্যোগের ব্যবস্থা নিতে হবে। না হলে যে কোনও সময় যে কেউ ব্যারেজ বানাবে আর সেটা নিয়ে খেলা হবে। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ৪০০'র বেশি নদী প্রবাহিত হচ্ছে। এর মধ্যে ৫৪টি ভারত ও ৩টি মায়ানামার থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। যেখানেই যে কাজ করুক আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেই কাজ করতে হবে।

ভারত, ভুটান ও নেপালের মধ্যে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের বিষয়ে আলোচনা চলছে জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আমরা বিনিয়োগ করব, আমাদের শেয়ার থাকবে।

সাত খুনে হাসিনাকে দায়ি করলেন খালেদা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা: নারায়ণগঞ্জের অপহৃত কাউন্সিলর নজরুল ইসলাম ও আইনজীবী চন্দন কুমার সরকার–সহ সাত ব্যক্তির বহু আলোচিত খুনের ঘটনায় আওয়ামী লিগ পরিচালিত সরকারের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। তাঁর অভিযোগ, সরকার র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব) দিয়ে এই খুন করিয়েছেন। এই বাহিনীর বিলুপ্তির দাবি জানিয়ে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ওই বাহিনীর প্রাক্তন তিন সামরিক সদস্যের গ্রেফতারের দাবি করেছেন।

খুন হওয়া সাত জনের লাশ উদ্ধারের ১৩ দিন পর নারায়ণগঞ্জ যান খালেদা জিয়া। তাঁকে নিয়ে বিএনপি সমাবেশ করতে চাইলেও সিটি কর্পোরেশনের অনুমতি মেলেনি। সেই পরিস্থিতিতে খালেদা নিহতদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। তার পরে র‍্যাবের বিলুপ্তি দাবি করে বলেন, এ বাহিনী জনগণের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে। এই খুনের বিচারের জন্য নারায়ণগঞ্জ বাসীকে আন্দোলনে নামতে হবে। খুন–গুম বন্ধে সরকারকে ব্যর্থ আখ্যা দিয়ে আরও বলেন প্রধানমন্ত্রী নিজেই সরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছেন, তাই এর দায়িত্ব এড়াতে পারেন না।

তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্র'র পৈত্রিক ভিটে বেদখল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা: অবিভক্ত বাংলার তেভাগা আন্দোলনের কিংবদন্তী নেত্রী ইলা মিত্র'র বাংলাদেশস্থ পৈত্রিক বাড়িটি বেদখল হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা শহর থেকে পূর্ব–দক্ষিণে ১৩ কিলোমিটার দূরের বাগুটিয়া গ্রামের বাড়িটি ইঁটের গাথুনিগুলি ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। চওড়া দেওয়ালে ঘেরা প্রাচীরের অনেক অংশ ভেঙে ফেলেছে দখলদাররা। দখল করা হয়েছে ইলা মিত্র'র বাবা নগেন্দ্র সেনের শত বিঘা জমি। সরকারি খাতায় এইগুলি অর্পিত (ভিপি) সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত হলেও চলে গিয়েছে এলাকার প্রভাবশালীদের দখলে। স্থানীয় কিছু লোক অভিযোগ করেন, হাজি কিয়ামউদ্দিনের ছেলেরা দখল করে ইলা মিত্র'র বাড়িতে বসবাস করেন।

ইলা মিত্র'র বাবা নগেন্দ্র নাথ সেন ছিলেন ডেপুটি অ্যাকাউনট্যান্ট জেনারেল অব বেঙ্গল। তিনি ১৯২৫ সালের ১৮ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৫ সালে চাঁপাই নবাবগঞ্জের রামচন্দ্রপুরের জমিদার বাড়ির রমেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে ইলা দেবীর বিয়ে হয়। ৪৩ বছরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিনি চাঁপাই নবাবগঞ্জের নাচোল অঞ্চলের তেভাগা আন্দোলনে নেত্রীত্ব দেন।

বর্তমানে ওই বাড়িতে বসবাসকারী হাজি কিয়ামউদ্দিনের জেষ্ঠ্য পুত্র আলি হোসেন জানান, তাঁরা বাগুটিয়ার ১১৬ নম্বর মৌজার ২৩৪৫ দাগের জমির উপর বাড়িটি সহ ৮৪ বিঘা জমি কিনেছেন। তাঁর পিতা হাজি'জি শ্রীমতী মিত্রের বাবা নগেন্দ্রনাথ সেনের শাশুড়ি সরোদিনি সেনের কাছ থেকে এই জমি কিনেছিলেন। কিন্তু সরোদিনি দেবী কীভাবে এই জমির মালিক হয়েছিলেন তা তিনি জানেন না। হাজি কিয়ামউদ্দিন ছাড়াও আমিনুল ইসলামের দখলে রয়েছে নগেন্দ্রনাথ সেনের সিংহভাগ জমি। স্থানীয় ভূমি অফিস সূত্রে জানা গেল, বাগুটিয়াসহ পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি মৌজায় নগেন্দ্রনাথ সেন, তাঁর স্ত্রী মনোরমা সেন, পুত্র নৃপেন্দ্রনাথ সেনের নামে বেশকিছু জমি ১৯৬৫ সালে অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়। এর মধ্যে উল্লেখিত বাড়িটিও রয়েছে। কিন্তু কীভাবে ওই সম্পত্তি বর্তমান ভোগদখলকারীদের হাতে গেল সে বিষয়ে পরিস্কার কোনও তথ্য প্রমাণ নেই।

জেলার খবর

জয়নগর–মথুরাপুরে ভোট

বিশ্বজিৎ পাল • ক্যানিং

জয়নগর কেন্দ্রে সন্ধ্যা অবধি ভোট পড়ল ৭৮.১৫ শতাংশ। অপরদিকে, মথুরাপুরে ভোট দিয়েছেন, ৭৮.২০ শতাংশ ভোটার। দুই তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল নস্কর এবং চৌধুরীমোহন জাটুয়া বলেন, দু'একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়েছে। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে। অপরদিকে বিরোধী সব প্রার্থীরাই বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট, পোলিং এজেন্টদের মারধরের অভিযোগ করেছেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

জয়নগরের কংগ্রেস প্রার্থী অর্ণব রায় বলেন, ক্যানিং পশ্চিমকেন্দ্রে উত্তর অঙ্গদবেড়িয়াতে তৃণমূলের আক্রমণে ৬ কংগ্রেস কর্মী জখম হন, ৬০টির বেশি বুথে অবাধে রিগিং হয়েছে। এসইউসি প্রার্থী তরুণ মণ্ডল জানালেন, তাঁদের ১৯৭ জন এজেন্টকে বুথে বসতে দেওয়া হয়নি। ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রের ৬২টি, ক্যানিং পশ্চিমকেন্দ্রের ৭টি, বাসন্তীর ১৩টি, মগরাহাট পূর্বের ১৬টি কেন্দ্রের ব্যাপক অনিয়ম ঘটেছে। আরএসপি প্রার্থী সুভাষ নস্কর ক্যানিং পূর্বের ৬৫টি বুথসহ ১০৭টি বুথে পুনঃনির্বাচনের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন, এইসব বুথে নাকি তাদের দলের এজেন্টদের বসতে দেওয়া হয়নি। দুষ্কৃতীদের হামলায় তিন বামকর্মী জখম হয়েছেন বলে তাঁর অভিযোগ।

অপরদিকে বৃহস্পতিবার জয়নগর কেন্দ্রের ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার মৌখালি অঞ্চলে ২২৫ ও ২২৬ এই দুটি বুথে পুনঃনির্বাচন হল শান্তিপূর্ণভাবে। সন্ধ্যা অবধি বুথ দুটি ভোট পড়ে ৭৫ ও ৭১ শতাংশ। যদিও বিরোধীরা প্রায় শতাধিক কেন্দ্র পুনঃনির্বাচনের আবেদন জানিয়েছিলেন কিন্তু নির্বাচন কমিশন সব খতিয়ে দেখে মাত্র এই কয়েকটি বুথে পুনঃনির্বাচনের আদেশ দেয়।

সীমানা ছাড়িয়ে

ফুলের জলসায় কালিম্পং–কাফেতে

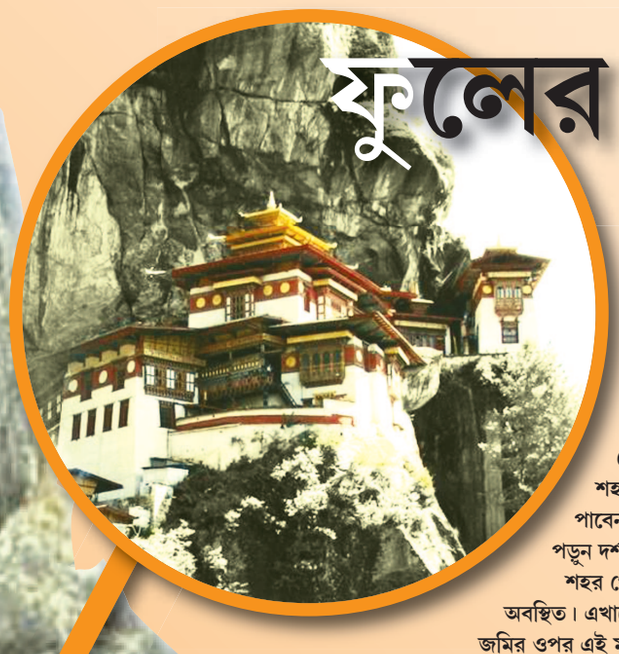

সুজিত চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পঙ–এর যাত্রাপথের সৌন্দর্য অনবদ্য। পথের দু'ধারে গাছের ছায়া চারিদিকে যেন সবুজের মেলা বসে গিয়েছে। তার ওপর একটু সামান্য বর্ষা নামলেই মন নেচে উঠবে পাহাড়ের গা বেয়ে জলধারা দেখে। দেখতে দেখতে পৌঁছে যাবেন স্কটিস মিশনারিদের হাতে গড়া কালিম্পঙ শহরে। রিংপিং পং রোড ও কালিম্পঙ মেন রোড অঞ্চলে পাবেন অজস্র হোটেল ও লজ। সেখানে আশ্রয় নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন দর্শনীয় স্থানগুলি দেখার জন্য।

শহর থেকে ২ কিলোমিটার দূরে কালিম্পঙ–এর কালীমন্দির অবস্থিত। এখানে কালিমাতার মূর্তিটি খুবই সুন্দর। মঙ্গলধামে দু–একর জমির ওপর এই মন্দিরটি তৈরি হয়েছে। আশ্রমটি হালে তৈরি হয়েছে। এখানে রয়েছে রাধা–কৃষ্ণের যুগল মূর্তি। আর একতলায় চোখে পড়বে গুরু মঙ্গলদাসের সমাধি বেদী। এই মন্দির কিন্তু পাহাড়ের কোলে অবস্থিত। আর তার চারপাশে প্রকৃতিদেবী আপন হাতে এঁকেছেন নয়নাভিরাম আলেখ্য। শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে ড: জন অ্যান্ডারসন গ্রাহাম দেলো পাহাড়ের ঢালে এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। তাঁর নামানুসারে এই বিদ্যালয়ের ডাঃ গ্রাহামস হোম নামকরণ করা হয়েছে। এই বিদ্যালয়টির কিন্তু অনেকটা জায়গা আছে। যাকে ঘিরে রয়েছে নিজস্ব ডেয়ারি, পোলট্রি ফার্ম, হসপিটাল। আপনি ইচ্ছে করলে এটা ঘুরে দেখতেও পারেন। ১৯৩৭ সালে নির্মিত থারপাচোলিং বৌদ্ধবিহার।

৫৫০০ ফুট উচ্চতায় সিকিম সীমান্তে অবস্থিত দেলো লেক। এই লেকের সৌন্দর্য মানুষের মন কেড়ে নেয়। এখানে দুটি বড় বড় জলাধার আছে যার থেকে কালিম্পঙ শহরে জল সরবরাহ করা হয়। এছাড়া দেখতে পারেন মিউজিয়াম ঘুরে দেখতে বেশ ভালই লাগবে। এই কলেজের কাছেই রয়েছে ঋষি অরবিন্দ পার্ক। এখানে রয়েছে সাজানো বাগান, গ্লাস হাউসে অর্কিডের সমারোহ। পার্কের কোলে পান্না সবুজ ঘাসগুলি এমনভাবে রয়েছে যেন মনে হয় কার্পেট বিছানো। এই পান্না সবুজ ঘাসের কার্পেটে বসে গল্প করতে করতে কখন যে বেলা গড়িয়ে যাবে তা আপনি টেরও পাবেন না। আবার মেঘের ধোঁয়াশায় হারিয়েও যেতে পারেন আপনি নিজের আপনজনের কাছ থেকে। পার্ক ছাড়িয়ে কিছুদূর যাবার পরেই সেনা নিবাস চোখে পড়বে। তদের গলফ কোর্সের মাঠটিও চোখ পড়ার মতো। চারিদিকে সবুজের গালিচা যেন বিছিয়ে রয়েছে দূরদূরান্তরে যে দিতে চোখ যায়। জংডং পার্লার ফো–ব্রাঙ–মনাস্ট্রি। মনাস্ট্রির ভেতরে ও বাইরের দেওয়ালে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। মনাস্ট্রির ফ্রেস্কো চিত্রগুলি অবশ্যই আপনার চোখকে মুগ্ধ করে দেবে। এই মনাস্ট্রির ভেতরে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে গুরুপদ্মসম্ভবের বৃহৎকায় মূর্তি।

শহর থেকে ২ কিলোমিটার দূরে দূরপিনধারার পথে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিধন্য গৌরীপুর হাউস অবস্থিত। এই পাহাড়ি রাস্তার ধারে কিছু দোকানপাট রয়েছে যেখান থেকে আপনি পছন্দমতো কিছু কেনাকাটা করতে পারেন। এই কালিম্পঙ বাজারে বেশি পাওয়া যায় পেতলের ও পাথরের নানারকম মূর্তি। আর চোখে পড়বে কতরকমের সাজানো অ্যান্টিক পিস আর কিউরিওশপ। তিব্বতি হাতে কাজের জিনিসে ঠাসা দোকানগুলি থেকে হস্তশিল্প সামগ্রী সওদা করতে পারেন।

শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে দূরবিন ধরা ভিউ পয়েন্ট থেকে দেখতে পাওয়া যায় তিস্তা ও রেল্লি নদীর সঙ্গমস্থল। আপনার ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন থাকে তাহলে দেখতে পাবেন জেল্লেলা গিরিপথ।

এখান থেকে রেল্লি নদীকে দেখা যাবে সরু রূপালী ফিতের মতো। রংবাহারী নানারকম ক্যাকটাস ও অর্কিডের সমারোহ দেখতে পাবেন ফ্লাওয়ার নার্সারিতে। নার্সারিগুলি থেকে ক্যাকটাস সংগ্রহ করতে পারেন। কালিম্পঙ ছেড়ে এবার পাড়ি দিন কাফের উদ্দেশে। কালিম্পঙ থেকে ৫৬ কিমি দূরে ৫৫০০ ফুট উচ্চতায় লোলে পাহাড়ের কোলে কাফে অবস্থিত। যারা একটু শান্তিপ্রিয় তাদের এই জায়গাটা খুব ভাল লাগবে। কারণ কাফে হল নির্জনতার প্রতীক। যেদিকেই তাকান যাক না কেন চোখে পড়বে অফুরন্ত সবুজের বিশাল সম্ভার। শহরেরর কোলাহল এখানে অনুপস্থিত। বনভূমির শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশ আপনাকে কাছে টানবেই। কাফের নির্জন বনবাংলোয় থাকা এক নতুন অভিজ্ঞতা উপহার দেবে। অন্ধকার যখন প্রকৃতির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন সীমাহীন মৌনতায় ভাবুক মন হয়ে ওঠে উদাসী। আর এই সন্ধ্যেবেলা কাফের নির্জনতায় বসে দূরে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় কালিম্পঙ শহরের বাতির ঝিকিমিকি। ভাগ্য আপনার সহায় থাকলে দেখতে পাবেন ঝান্ডি দ্বারা ভিউ পয়েন্ট থেকে সূর্যউদয়। এই ভিউ পয়েন্ট থেকে দেখতে পাওয়া যায় কাঞ্চনজঙ্ঘাকে। এর ওপর সূর্যের আলো পড়ে রুপোর মতো চকচক করছে। যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। এই অরণ্যের নৈসর্গিক সৌন্দর্য কথায় লিখে বোঝান যায় না। শুধু নিজের মণিকোঠায় জেগে থাকে। আর এই বৃষ্টিমুখর দিনে কাফে যখন মেঘের সঙ্গে খেলতে খেলতে বৃষ্টিস্নাত হয়ে ওঠে, তখন সৌন্দর্য অনাবিল ভাল লাগায় ভরিয়ে দেয়। এই একদিকে পাহাড়গুলি হয়ে ওঠে সতেজ ও সবুজ। আর অন্যদিকে ঝর্ণাগুলি পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসে পথের ওপর। এই দৃশ্য অতি মনোরম।

কালিম্পঙ–এর দর্শনীয় স্থানগুলি ঘোরার জন্য কোনও সরকারি ব্যবস্থা না থাকার জন্যে বেসরকারি সংস্থাগুলির সাহায্য নিতে হয়। মোটর স্ট্যান্ডে রয়েছে কালিম্পঙ মোটর ট্রান্সপোর্ট। গোর্খা হিল কাউন্সিলের ট্যুরিস্ট লজ–এ রাত্রি যাপনের জন্যে যোগাযোগ করুন। কাফে'র নির্জনতার মধ্যে বসে দূরে চোখ মেলে দেখা সেই রাতের কালিম্পঙের বাতির ঝলক কি ভোলা যায়।

শরীর নিয়ে কথা

ঘাড়ে ব্যথা: শুরুতেই সাবধান হোন

আজকাল মানুষের ঘাড়ের ব্যথা বাড়ছে। বিশেষ করে এক বিরাট সংখ্যক মানুষ যারা ডেস্কে বসে কম্পিউটারে কাজ করেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সামান্য ব্যথাই ভয়ঙ্কর আকার নেয়। এ বিষয়ে বর্তমানে চিকিৎসা গবেষণার সুলুক সন্ধান নিয়ে লিখছেন আমাদের প্রতিনিধি।

কী কী কারণে শুরু হয় ব্যথা:

প্রাত্যহিক অভ্যেসগত কারণ: শোয়ার দোষে ঘাড় ব্যথা হয়, যেমন বেশি উঁচু বালিশ ব্যবহার করা, ঘাড় বেঁকে শুয়ে থাকা ইত্যাদি। অনেকক্ষণ ধরে যাদের বসে বা দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয় তাঁরা যদি ঘাড় সোজা না রেখে কাজ করেন (যেমন কম্পিউটার চালক, টাইপিস্ট) তাঁদেরও এই সমস্যা হয়।

চালকের ঘাড়ে ঝাঁকুনি: গাড়ির দুর্ঘটনায় ঘাড় প্রথমে সামনের দিকে পরে পিছনের দিকে বেঁকে যায় ও চোট লাগে। হাড় না ভাঙলেও ব্যথা তিন মাস অবধি থাকতে পারে।

মেরুদণ্ডের চাকতি সরে যাওয়া: মেরুদণ্ডের দুটি কশেরুকার মাঝখানে একটি করে চাকতি থাকে। মাথায় ভারী জিনিস তোলা। ঘাড়ে ঝাঁকুনি বা চোট লাগার জন্যে চাকতিটি সরে যায়। ফলে কয়েক ঘণ্টা বা কয়েকদিন পর ব্যথা শুরু হয়, ঘাড় শক্ত হয়ে যায়। কখনও ব্যথা ছড়িয়ে পরে হাতে মাথার পেছনে কখনও বা চোখের চারিদিকে ও কানের সামনে।

স্পন্ডাইলোসিস: এটি একটি মেরুদণ্ডের ক্ষয় রোগ। হাড়ের মাঝখানকার চাকতিগুলো নষ্ট হয়ে যায়। হাড়ের ওপর নীচ বেড়ে গিয়ে স্নায়ুর ওপর চাপ দেয়। বয়সের সঙ্গে যা বাড়তে থাকে। ঘাড়ে ব্যথা হয়। হাত ঝিনঝিন বা অবশ হতে পারে। মাথা ঘোরা, হঠাৎ করে পড়ে যাওয়া, চলার সময় টলমল করা এসবও দেখা যায়।

স্পন্ডেলাইটিস: কশেরুকাগুলির প্রদাহের জন্য চাকতিগুলো নষ্ট হয় এবং কশেরুকাগুলি জুড়ে যায়। ফলে মেরুদণ্ড অনমনীয় হয়ে পড়ে। এই রোগ বংশগত। ২০–৩০ বছর বয়সের পর দেখা যায়। ছেলেদের বেশি হয়। ঘাড়ে ব্যথার সঙ্গে অন্যান্য গাঁটে ব্যথা।

পেটের অসুখ, প্রস্রাবের গণ্ডগোলও হতে পারে। কারও কারও কোমরে ব্যথা হয়ে এই রোগ শুরু হয়।

গেঁটে বাত: এটিও বংশগত রোগ। মেয়েদের বেশি হয়। হাত ও পায়ের গাঁটগুলো প্রথমে আক্রান্ত হয়, ফুলে যায়, ব্যথা হয় ও পরে বেঁকে যায়। প্রথম কশেরুকা সামনের দিকে সরে গিয়ে সুষুম্না কাণ্ডের ওপর চেপে বসে যার জন্যে হাত ও পায়ের পক্ষাঘাত হতে পারে।

ছিদ্রময় হাড়: হাড়ের পরিমাণ কমে যায়। ভারতীয়দের মধ্যে এই রোগের প্রাধান্য বেশি। বয়স্ক, রোগা বেঁটে ও মহিলারা এর শিকার হন। যেসব মহিলাদের সন্তান নেই ও ঋতুবন্ধ তাড়াতাড়ি হয়েছে তাদের এতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা প্রবল। এছাড়াও যাঁরা কায়িক শ্রম কম করেন, ক্যালসিয়াম কম খান, ধূমপান বা মদ্যপান করেন, অম্বলের

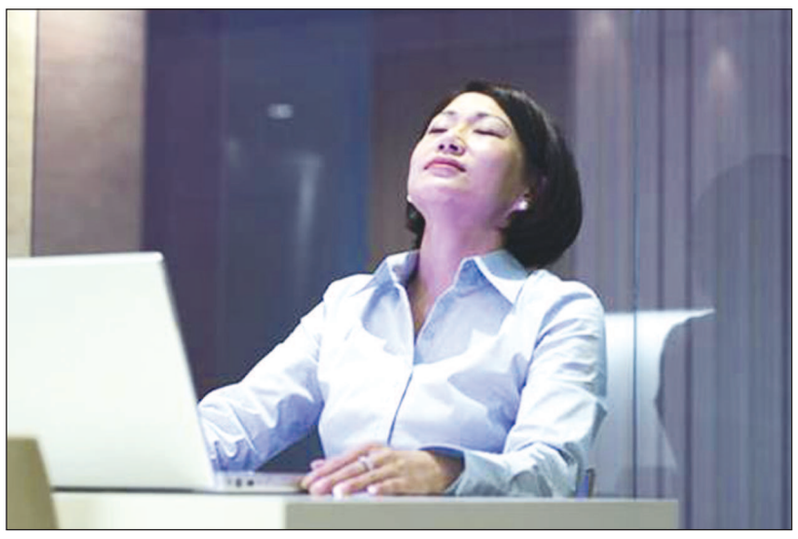

বালিশ না ব্যবহার করা উচিত।

যাঁরা কায়িকশ্রম কম করেন, ক্যালসিয়াম কম খান, ধূমপান বা মদ্যপান করেন অম্বলের ওষুধ, স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ অনেক দিন ধরে খান তাদেরও বেশি হয়।

ওষুধ, স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ অনেক দিন ধরে খান তাদেরও বেশি হয়। এই অসুখে ঘাড়ে, পিঠে, কোমরে ব্যথা হয়, মেরুদণ্ড বেঁকে যায় এবং বিভিন্ন অঙ্গের হাড় ভাঙতে পারে।

তন্তু ও পেশির ব্যথা: সারা শরীর ব্যথা হয়, ক্লান্তিভাব থাকে। মাথা ব্যথা, বাধকশূল, পেটে গ্যাস। হজমের গণ্ডগোল, অনিদ্রা এসবও হয়। রক্তের ই.এস.আর. বাড়ে স্পন্ডেলাইটিস ও গেঁটে বাতে। এক্স–রে সবচেয়ে দরকারি পরীক্ষা। প্রয়োজনে ই.এম.জি. এবং এম.আর.আই. করা যেতে পারে।

বিশ্রাম: হঠাৎ ব্যথায় ২–৩ দিনের সম্পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন। শক্ত বিছানায় শোওয়া এবং বালিশ না ব্যবহার করা উচিত।

ওষুধ: সাধারণ ব্যথার ওষুধ যেমন প্যারাসিটমল, নিমেসুলাইড, আইবুপ্রোফেন ১টা করে দিনে ২বার বা ৩ বার ৫ থেকে ৭ দিন খাওয়া যেতে পারে।

গলাবন্ধনী: খুব বেশি ব্যথা থাকলে ৬–১২ সপ্তাহ এটা পরা চলে।

টান: ব্যথা কিছুটা কমলে ঘাড়ে টান দেওয়া যায়।

শর্ট ওয়েভ ডায়াথার্মি ও আলট্রা সাউন্ড: ফিজিওথেরাপিস্টের তত্ত্বাবধানে এগুলো নিলে ব্যথা কমে। গরম সেকও ব্যথা কমাতে সাহায্য করে।

ব্যায়াম ও অঙ্গমর্দন: ব্যথা কমে যাওয়ার পর ঘাড়ের পেশি সবল করার জন্য এগুলো করা হয় তাতে ভবিষ্যতে ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা কমে।

সঠিক দেহভঙ্গী: শোওয়া, বসা বা দাঁড়ানোর সময় ঘাড় সোজা রাখা প্রয়োজন।

ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন 'ডি': ছিদ্রময় হাড়ের জন্য এই ধরনের ট্যাবলেট ও মেয়েদের ক্ষেত্রে এর সঙ্গে ইস্ট্রোজেন জাতীয় বড়ি খাওয়া চলতে পারে।

অবসাদ কাটানোর ওষুধ: তন্তু ও পেশির ব্যথার ক্ষেত্রে অ্যাসিট্রিন বা ট্রিপটোমার জাতীয় ওষুধ কাজে লাগে।

শল্য চিকিৎসা: খুব কমক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয়।

তবে হাত ও পায়ের জোর কমে গেলে, হাত সরু হয়ে গেলে, যন্ত্রণা তীব্র ও অনেক দিন ধরে থাকলে এই চিকিৎসার দরকার হতে পারে।

নাজেহাল ব্রাজিল

(আটের পাতার পর)

কী সরকার করতে পারবেন!

এর ওপরে পুলিশ কর্তারা চরম সমস্যায় পড়েছেন মাদক সেবনকারীদের নিয়ে। প্রচণ্ডভাবে বিক্রি হচ্ছে কোকেন। সাওপাওলো'র মতো দেশের অন্যতম

প্রধান শহরে সন্ধ্যে হলেই দেখা যায় রাস্তার পাশে আধ অন্ধকারে কিশোর থেকে বৃদ্ধ অজস্র মানুষ প্লাস্টিকের পাইপ নিয়ে বসে পড়েছেন। একের পর এক হাত ঘুরিয়ে শুঁকে চলেছেন নিষিদ্ধ কোকেন। ক্র্যাক পাইপ নিয়ে নিষিদ্ধ মাদক নেওয়ায় শহরটাকে ওরা নাম দিয়েছেন ক্র্যাকোল্যান্দিয়া অর্থাৎ ক্র্যাক ভূমি। অতীতের রাজধানী রিওডিজেনিরো-র ঐতিহ্যশালী বিশ্ববিখ্যাত মারাকানা স্টেডিয়ামের পাশে এক বৃহৎ অঞ্চল কোকেন সেবী মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। বিশ্বকাপের সময় হাজার হাজার অতিথিদের সামনে এরা কি রূপ ধারণ করবেন এঁরাই জানেন।

প্রমাণ করছেন ম্যাক্সওয়েল

(আটের পাতার পর)

২০১৩-তে মুম্বাইয়ের হয়ে আইপিএল-এ খেললেও চলতি মরশুমেই কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের হয়ে তিনি তাঁর বিগ-শো নামের সার্থকতা প্রমাণ করে চলেছেন। রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ৪৫ বলে ৮৯ রান, হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে ৪৩ বলে ৯৫ রান যার মধ্যে ছিল ৯টি ছয় ও ৫টি চার, চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ৩৮ বলে ৯০ রান যার মধ্যে ছিল ৮টি ছয় ও ৬টি চার। এই প্রতিবেদন ছাপার আগেই তিনি ৪টি

ম্যাচে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের সম্মান পেয়েছেন।

এই মুহূর্তে দেশে তিনি খেলেন মেলবোর্ন স্টার দলের হয়ে এবং ইংল্যান্ড কাউন্টি লিগে সারে দলের হয়ে। টেস্ট বা ওয়ান-ডে'র তুলনায় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ম্যাক্সির সাফল্য বেশি। বিশেষ করে এই মুহূর্তে তিনি আইপিএল-এ যে ফর্মে খেলছেন, এই ফর্ম যদি আগামী দিনেও বজায় থাকে তাহলে চ্যাপেল-পন্টিংদের দেশের আগামী দিনের কান্ডারি হয়ে উঠবেন বলেই আশা করা যায়।

ধ র্ম

গঙ্গার তীরে সমতট ভূমির আদিতীর্থ কালীঘাট

(গত সংখ্যার পর)

দিল্লির মুসলমান সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে অর্থাৎ খ্রিস্টের ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে আবুল ফজল আইন-ই আকবরি গ্রন্থ রচনা করেন। আইন-ই আকবরি গ্রন্থে সাতগাঁর মধ্যে কালীকোটা নামক জায়গার উল্লেখ পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দক্ষিণ বাংলায় সুতানটী, গোবিন্দপুর প্রভৃতি ভাগীরথীর তীরে কয়েকটি গ্রাম বাণিজ্য প্রধান স্থান হয়ে ওঠে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুঠির অধ্যক্ষ জব চার্ণক হুগলী থেকে ইংরেজদের ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে সুতানটীতে নিয়ে আসেন। পরে ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা কালীকোটা নামক জায়গায় বাণিজ্যের জন্য নিজেদের কুঠি তৈরি করেন। সেই সূত্র অনুযায়ী জানা যায়, কালীকোটার অবস্থান সুতানটীর দক্ষিণ ও গোবিন্দপুরের উত্তরে। সুতানটী বর্তমানে কলকাতার উত্তরাংশে। এর দক্ষিণ সীমা এখনকার টাঁকশাল। গোবিন্দপুরের (বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম ও তৎসংলগ্ন জায়গায়) উত্তর সীমা কলকাতার লালদীঘি-ভবানীপুর প্রভৃতি জায়গাকে কালীকোটাই আখ্যা দিয়েছিলেন। আকবরের সময় ওই জায়গাটি জঙ্গলাবৃত ছিল। তা সত্ত্বেও জায়গাটিকে কালীঘাট নামে অভিহিত করা হত। বঙ্গভাষাবিদ আবুল ফজল কালীঘাট শব্দকে পার্সী অক্ষরে লিখতে গিয়ে 'ঘ' এর স্থলে পার্সীর 'গায়েন' না লিখে 'ক্কাফ্' লিখে 'কালীকোটা' এই ধরনের অপভ্রংশ পদ সৃষ্টি করেছেন। হয়ত সেইজন্যই রাঢ় অঞ্চলের মানুষ এখনও কালীঘাটকে কালীঘাটা বলে থাকে। ইউরোপীয়ানদের মুখে আবুল ফজলের 'কালীকোটা' শব্দের ঈকার লোপ পেয়ে 'কালকোটা' ও ক্রমে কালকোটা হয়েছে। এইভাবেই এদেশীয় ব্যবসায়ী ও ইংরেজরা কালীকোটার নামের বদলে কালীকাতা বা কলিকাতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ মা কালীর নাম থেকে কালীঘাট, কলিকাতা ও ভবানীপুর নামকরণ হয়েছে (ভবানীদেবীর নাম থেকে ভবানীপুর হয়েছে।)

অনেকদিন আগের কথা (তখন কলকাতা, গোবিন্দপুর, সুতানুটি গ্রাম-কোনও কিছুরই জন্ম হয়নি। সারা জায়গাটি ছিল জঙ্গলে ভরা। পশ্চিম বাংলার এই জায়গাটিকে তখন বলা হত সমতট। সুন্দরবনের বিস্তৃতি ছিল কালীঘাটের এই অঞ্চল পর্যন্ত। তাই এখানে আসতে ভয় পেতেন দর্শনার্থীরা। মায়ের নাম জপ করতে তাঁরা প্রাণ হাতে নিয়ে প্রবেশ করতেন এই ভয়ঙ্কর জঙ্গলের মধ্যে। জঙ্গলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে একই সঙ্গে শোনা যেত জন্তু জানোয়ার ও কাপালিক সন্ন্যাসীদের চিৎকার। এদের মাঝে বাসা বেঁধে বসবাস করতেন ধীবর, হাড়ি, বাগদী প্রভৃতি সম্প্রদায়। বলাবাহুল্য, দর্শনার্থীরা আসতেন দল বেঁধে। দলে ভারী হলে কেউ কেউ এখানে এক রাত থেকেও যেতেন। কাপালিকেরা ছাড়াও তখন ঠ্যাঙাড়েদের প্রবল উৎপাত ছিল। যাত্রীদের মেরে আধমরা করে টাকাপয়সা, খাবার যা পেত সবকিছু কেড়ে নিয়ে আধমরা দেহটাকে ফেলে দিত জঙ্গলের মধ্যে। অথচ এত ভয় থাকা সত্ত্বেও এখানে যাত্রীদের আসার ক্ষেত্রে কোনওদিন ছেদ পড়েনি। মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া আদি গঙ্গা দিয়ে বাণিজ্য করতে যেতেন শ্রীমন্ত সওদাগর। মন্দিরের কাছে এসে পৌঁছালেই মাঝি থামিতে দিত নৌকা। দক্ষিণাকালি পুজো দিয়ে আবার শুরু হত যাত্রা।

বর্তমানের বেহালা থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত ছিল এই কালীক্ষেত্র। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করেছিলেন বল্লাল সেন। বলা হয়, এই বাংলায় তিনিই কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। সতী বেহুলা কলার ভেলায় ভেসে গিয়েছিলেন এই আদিগঙ্গার ওপর দিয়ে মৃত স্বামীকে কোলে নিয়ে। শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আদি গঙ্গার তীর দিয়ে পদব্রজে গিয়েছেন ছত্রভোগে অম্বুলিঙ্গ শিব দর্শন করতে।

পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হয়ে ইংরেজ সৈন্যরা ছুটে এসেছিলেন কালীঘাটে। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, কলকাতার অধিশ্বরী মা কালির দয়াতেই তাঁরা জয়ী হযেছে পলাশীর যুদ্ধে। এছাড়া অনেক ইংরেজ সৈন্য ও উচ্চ পদাধিকারী এসেছেন কালীঘাটে। একবার একটি কঠিন মামলায় জড়িয়ে পড়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক ইংরেজ কর্মচারী বারবার এসে লুটিয়ে পড়েছেন মায়ের দরবারে। একসময় রায় বেরোল সেই মামলার। মা কালীর দয়ায় জয়ী হলেন সেই ইংরেজ কর্মচারী। জয়ের সংবাদ পাওয়ার পর তিনি ছুটে এসেছিলেন কালী ক্ষেত্রে। তিন হাজার টাকা খরচ করে পুজোও দিয়েছিলেন।

ওয়ারেন হেস্টিংসকে ফার্সি পড়াতেন নবকৃষ্ণ মুনসী। তখন হেস্টিংস ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একজন বেতনভুক কর্মচারী। এই নবকৃষ্ণ মুনসী বারবার এসেছেন কালীঘাটে। অন্তরের প্রার্থনা জানিয়েছেন মায়ের কাছে। একসময় মায়ের কৃপায় রাজা হন নবকৃষ্ণ মুনসী। তখন গর্ভনরের তখতে বসেছেন তাঁরই ছাত্র ওয়ারেন হেস্টিংস। রাজা হওয়ার পরে নবকৃষ্ণ তিন লক্ষ টাকা ঘরচ করে পুজো দিয়েছিলেন কালীঘাটে।

কৃষ্ণনগর থেকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কালীঘাটে এসেছেন গোপাল ভাঁড়কে সঙ্গে নিয়ে। আঠারো শ'বাইশ সালে কালীঘাটে পুজো দিয়ে এসেছিলেন রাজা গোপীমোহন। তাঁর আসার কয়েকঘণ্টা আগে থেকে মন্দিরের আশেপাশে লোক জমতে শুরু করে। উদ্দেশ্য, রাজা গোপীমোহন কীভাবে পুজো করবেন, তা দেখা। ভিড় সামলাতে একসময় হিমসিম খেতে হয়েছিল স্থানীয় পুলিশকে। একজন অতিথি হয়ে এলেন সপ্তগ্রামের শ্রীকান্ত ঘোষের বাড়িতে। রূপ-গুণ-কুলশীল দেখে নিজের মেয়েকে তার হাতে সম্প্রদান করলেন শ্রীকান্ত। সরকারি দফতরে রক্ষকের চাকরিও করে দিলেন তাকে এই অতিথি হলেন প্রতাপাদিত্যের প্রপিতামহ রামচন্দ্র গুহ। একসময় রাজা হলেন প্রতাপ। যশোহরের সিংহাসনে বসলেন তিনি। ভুঁইয়া থেকে রাজা হলেন তিনি পিতা বিক্রমাদিত্য আর খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের মাঝে রইলেন প্রতাপাদিত্য। প্রতাপের খুন্নতাত রাজা বসন্ত রায়ের রাজ্যের সীমানা মধ্যে রয়েছে কালীঘাট।

আজ থেকে অনেকদিন আগের কথা। শহর কলকাতার তখনও পত্তন হয়নি। ঘন জঙ্গলের মধ্যে খড় মাটি দিয়ে ছিল মায়ের ছোট কাঁচামাটির মন্দির। আশেপাশে তথাকথিত কয়েকঘর নিম্নবর্ণের মানুষ। মাঝে মাঝে কয়েকজন দর্শনার্থী আসেন মায়ের মন্দির দর্শন করতে। একদিন অনেক দূর থেকে সেখানে এলেন পথশ্রান্ত জনৈক পথিক। তিনি সেখানে এসেছিলেন তাঁর বাবার খোঁজ করতে। নাম ভবানীদাস চক্রবর্তী। পিতামহ চণ্ডীবর চক্রবর্তী, ওঁর বাবার নাম পৃথ্বীধর চক্রবর্তী ওরফে শ্রীনাথ চক্রবর্তী। নিবাস যশোহর জেলার অন্তর্গত খতিয়ান গ্রামা।

পৃথ্বীধর নিরুদ্দেশ হয়েছেন অনেকদিন। খুঁজে চলেছেন অনেকদিন। কিন্তু পথ চলার জন্য তো খরচ আছে। তাই ভবানীদাস সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন কিছু শাঁখা। অর্থের প্রয়োজন হলেই গ্রামে ঢুকে শাঁখা বিক্রি করেন এয়ো স্ত্রীদের কাছে। পথ চলতে চলতে একদিন তিনি এসে পৌঁছালেন খাসপুর গ্রামে। কালীঘাটের পাশ দিয়ে এসে পৌঁছালেন কালীকুণ্ডের পাড়ে। পথশ্রমে ক্লান্ত ভবানীদাস বিশ্রাম নেবার জন্য দিনটা সেখানেই কাটিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একজন স্ত্রীলোক ভবানীদাসকে জিজ্ঞোস করলেন, তোমার ও পুটুলীতে কি আছে বাবা? জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে বললেন, ওতে শাঁখা আছে মা।

মিষ্টি সুরে স্ত্রী লোকটি বললেন, আমার হাতে শাঁখা পরিয়ে দেবে। তখনও ভবানী দাস রয়েছেন অভুক্ত। তা সত্ত্বেও যত্ন করে সেই স্ত্রীলোকের দু'হাতে শাঁখা পরিয়ে দিলেন তিনি। গায়ের রঙ কালো। পরিপাটি তাঁর সাজ। পরনে লালপাড় শাড়ী। কপালে তেল সিঁদুর। মাথায় সুগন্ধী তেল মেখেছেন। শুদু বাকী ছিল শাঁখা পরা। সূর্য তখন ক্রমশ পশ্চিম দিকে হেলে পড়ছে। ভবানীদাস ভাবতেন, হয়ত কোনও বাগদী বাড়ির মেয়ে হবে।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

মাঙ্গলিকী

চার দশকের পেরনো পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা

সাহিত্য পত্রিকা: জনসমুদ্র

গ্রন্থ সন্ধানী: ৭০-এর দশক থেকে প্রকাশিত সদা উজ্জ্বল সাহিত্য পত্রিকা জনসমুদ্রর বিশেষ স্মরণ সংখ্যা আমাদের দফতরে জমা পড়েছে।

গত ২০ এপ্রিল জীবনানন্দ সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হল বাংলা শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের শাশ্বত ত্রয়ীর স্মরণসভা। এই তিনজন হলেন শিক্ষাবিদ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাহিত্যিক প্রয়াত ডঃ সমরেন্দ্র নাথ বর্ধন, মহিষাদল, মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত ও বহুল প্রচলিত পাক্ষিক সংবাদ সাহিত্য পত্রিকা শিল্পমননের প্রাণ পুরুষ প্রয়াত স্বপন কুমার দাস ও জীবনমুকুর সাহিত্য পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদিকা, কবি, সুস্থ সংস্কৃতির অনুপ্রেরণা দাত্রী প্রয়াতা গৌরী বসু। ২০ এপ্রিল ওই স্মরণসভাতেই শতাধিক কবি, সাহিত্যিক, সঙ্গীত শিল্পীর উপস্থিতিতে শাশ্বত ত্রয়ীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জনসমুদ্রের বিশেষ স্মরণ সংখ্যাটি প্রকাশ করলেন মঞ্চে উপস্থিত ঋষিণ মিত্র-সহ অন্যান্য গুণীজন।

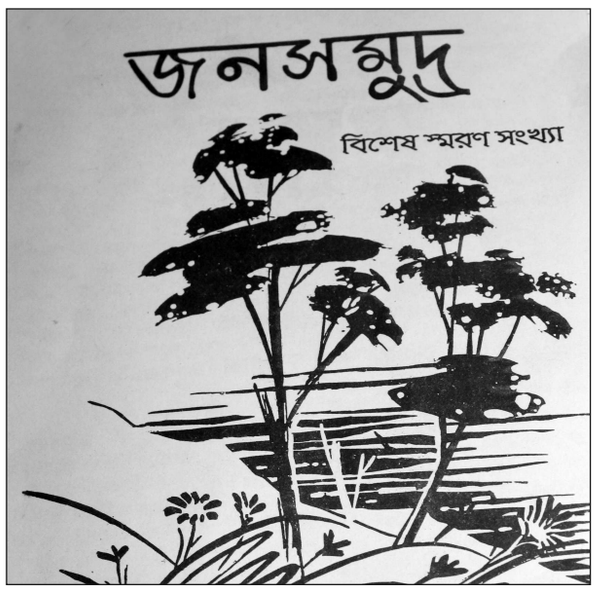

বলা বাহুল্য, জন সমুদ্রের এই সংখ্যাটিতে প্রকাশিত সব রচনাই হল ত্রয়ীকে স্মরণ করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন। তিনজনকে যাঁরা বিবিধ শ্রদ্ধাপূর্ণ, মননশীল কবিতার মধ্যে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁরা হলেন অনুস্মিতা শুর (বর্ধন‑আটলান্টা সিটি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নিবাসী), আরতি দে, জয়ন্ত রসিক (অনবদ্য রচনা, কবি, 'ইদানীং'-এর সুপরিচিত সম্পাদক, গীতিকার ও সঙ্গীত শিল্পী), রোশেনারা খান, ঝুনু ভৌমিক, নিত্যানন্দ দাস, পার্থ সেনগুপ্ত (সম্পাদকত 'স্পন্দন'), গীতা সরকার, ডাঃ লহরী (বড়াল) চক্রবর্তী, শর্মিষ্ঠা মাজি (সম্পাদিকা 'পদাপর্ণ', পুরুলিয়া), শান্তনু মিত্র, সুখময় দাস, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভবানীপুর), মীর সামিমা সুলতানা, ডাঃ সমীর কুমার বেতাল, অরূপ রায়চৌধুরী, রাজা ঘোষ ও স্বয়ং সম্পাদক তথা ময়না কলেজের অধ্যক্ষ, বাংলা লিটল ম্যাগাজিন জগতের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন (প্রয়াত ডঃ সমরেন্দ্রনাথ বর্ধনের প্রজ্জ্বলিত সুস্থ শিক্ষা, সংস্কৃতির মশালবাহী বিশিষ্ট জন)। এছাড়া এই সংখ্যায় প্রয়াত ডঃ সমরেন্দ্রনাথ বর্ধনকে শ্রদ্ধা জানাতে, তাঁর স্মৃতি চারণা করতে কলম ধরেছেন শব্দের ঝংকার পত্রিকার সম্পাদক কবি সুনীল মুখোপাধ্যায়। লিখেছেন একটি গভীর তথ্যপূর্ণ মননশীল নিবন্ধ 'চরণ যাঁহার প্রণাম চাহে না, প্রণাম যাঁহার চরণে ধন্য' – এই একটি নিবন্ধতেই কালজয়ী শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক প্রয়াত ডঃ সমরেন্দ্রনাথ বর্ধনকে সংক্ষেপে হলেও পুরোটা জানা হয়ে যায়।

সম্পাদক: ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন

যোগাযোগ: ৯৪৩৩১৩৫৫৬৫

ঠিকানা: ২/৪৪ এ, নেতাজীনগর

কলকাতা-৭০০০৯২

জাদুকর কাশীনাথ চন্দ্রের স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক বিরাট সংখ্যক জাদুকর প্রয়াত জাদুকর কাশীনাথ চন্দ্রের স্মরণসভায় যোগদান করেন। প্রমাণিত হল, বাংলার জাদু জগতের কত আবনজন, কত ভালবাসার মানুষ ছিলেন প্রয়াত কাশীনাথ চন্দ্র।

অতি প্রবীণ বয়সেই মর্ত্যলোক ত্যাগ করেছেন কাশীনাথ চন্দ্র। সেদিক দিয়ে কোনও ক্ষোভ কারুর থাকবার কথা নয়। কিন্তু ক্ষোভ অন্তকরণে-তাঁর মতন সকলকে আপন করে নেবার মানুষ, কমেডি ম্যাজিসিয়ান হিসেবে ছোট, বড় সকলকে আনন্দ দেবার মতন জাদুকরের সংখ্যা বাংলার আজকের জাদুকর জগতে খুবই কম আছেন। আবার কমেডি ম্যাজিকে দর্শককে কৌতুক মিশ্রিত আনন্দ দেবার সঙ্গে জাদুর বিস্ময়-রস বজায় রাখবার জন্য যে শৈল্পিক দক্ষতার প্রয়োজন তা কমেডি ম্যাজিসিয়ান কাশীনাথ চন্দ্রের ভিতর ছিল ১০০ তে ১০০।

কাশীনাথ চন্দ্রের চরিত্রের আরও অনেক মহতী গুণাবলি ছিল। তাঁর সঙ্গে কোনওদিন কোনও জাদুকরের মনান্তর ঘটেছে, তা অন্তত এই প্রতিবেদকের জানা নেই। বস্তুত কাশীনাথ চন্দ্রের স্মরণ সভা তাঁর স্মৃতিচারণায় তাই হয়ে ওঠে অতি উজ্জ্বল, মনে করিয়ে দিল কবির সেই গানের কয়েক কলি, 'কান্না হাসির দোল দোলানো পৌষ ফাগুনের মেলা'।

স্মরণসভাটি অনুষ্ঠিত হয় উত্তর কলকাতার ত্রিপুরা হিতকর্মী সভাগৃহে। সভা সঞ্চালনা করেন বরিষ্ঠ জাদুকর ভি.এম. ঘোষ। তিনি সহ সভায় উপস্থিত সব জাদুকর প্রয়াতের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন। যথারীতি সকলে উঠে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করলেন প্রয়াতের অমরাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে।

এদিন বহু জাদুকর প্রয়াতের স্মৃতিচারণা করেন। এঁরা হলেন ভি.এম. ঘোষ, তারক দে, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশ্বর মুখার্জি, গোরা দত্ত, আর.ডি. দেব মল্লিক প্রমুখ। বাবার ম্যাজিক নিয়ে বক্তব্য রাখলেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র যুবা জাদুকর গোল্ড। আরও স্মৃতিচারণা করলেন বিশ্বজিত চক্রবর্তী, সুকুমার দেব। এই দু'জনই ছিলেন এদিনকার সভার মূল উদ্যোক্তা।

আরও স্মৃতি চারণায় ছিলেন জে.পি. ব্যানার্জি, বি.কুমার, হাতিম তাই, অশোক সরকার, মানস সিনহা প্রমুখ। শেষে ছিল জাদু প্রদর্শনী। অংশ গ্রহণ করলেন জাদুকর গোল্ড, আর.ডি., অশোক সরকার, হাতিম তাই, বিশ্বজিত চক্রবর্তী, জে.পি. ব্যানার্জি, সুকুমার দেব, বি.কুমার, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ছিল চা-পানেরও ব্যবস্থা।

প্রমাণিত হল এটি প্রয়াত জাদুকরের স্মরণসভা, শোকসভা নয়। তাই এই আসরের শেষে জাদু স্রষ্টা গোরা দত্ত'র হাতে জাদুকর শ্রী নিবাসের 'ফ্রুট ফোরকাস্ট' মজার ছবির তাসের খেলাটি উপহার হিসেবে তুলে দিলেন জাদুকর দেবাশিস সাহা রায়। তাঁদের জাদু সংগঠন ম্যাজিক অথরিটি অব ইন্ডিয়ার তরফে কিছুদিন আগেই ওই সংগঠনের অনুষ্ঠানে এক আকর্ষণীয় জাদু প্রশিক্ষণ দেন। উপহারটি আসে জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে।

মাটি ও মানুষ

সুন্দরবনে ঝালসার আক্রমণে মাথায় হাত সবজি চাষীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: যতই সেচের ব্যবস্থা থাকুক বৃষ্টি এখন অবধি আমাদের রাজ্যে কৃষির প্রধান ভরসা। ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নেমে গিয়েছে অনেক নিচে। তার ফলে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে ভয়ঙ্কর। এই মরশুমের প্রথমদিকে সবজির ফলন কৃষিজীবীদের মুখে হাসি ফুটিয়ে ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে হাঁসফাঁস অবস্থা। ঢেঁড়শ, ঝিঙে, বরবটি, লাউ, কুমড়ো, নটেশাক সবকিছুরই দর চড়া। এসবের বীজ পোঁতা হয় শীতের শেষদিকে। এইসময়টাতে ফলতে শুরু করে সবজি। কিন্তু এবার এর বেহাল চিত্র। গরমে গাছ টিকে থাকলেও ফল ধরেনি। জালি এলেও গরমের দাপটে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বালি মাটির জমি বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তেতে উঠছে। আলু তোলার পরে এসব জমিতে সবজি হয়ে এসেছে চিরকাল। কিন্তু এ-বছর বীজ পুঁতেও গরমের চোটে চাষীর মাথায় হাত। যাদের ডিপটিউবওয়েল-স্যালো আছে তারা কিছুটা জল পেলেও আগেই বলা হয়েছে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর অনেক নিচে নেমে গিয়েছে। যেটুকু সবজি উঠছে তা ফড়েদের হাত ঘুরে বাজারে আসতে আসতেই দামে হাত পুড়ে যাচ্ছে ক্রেতার।

শুধু ফলন নয়, ঢেঁড়শের চাষ ভয়ঙ্করভাবে মার খাচ্ছে পোকার আক্রমণে। গরমের সময় ঢেঁড়শে এই পোকার আক্রমণ হয়েই থাকে। এক ধরনের পোকা পাতা খেয়ে ফেলায় অনেকসময় গাছে ফুল আসে না এবং ফল ধরে না। আবার আর এক ধরনের পোকা গাছের ডগার অংশ আক্রমণ করে, ফলে আক্রান্ত ঢেঁড়শের বৃদ্ধি ঘটে না। এ-বছর তাপপ্রবাহ বাড়ায় পোকার আক্রমণও বেড়ে গিয়েছে। গাছের ডগার অংশে থাকা ঢেঁড়শ পোকার আক্রমণে বেঁকে যাচ্ছে। বিভিন্ন ওষুধেও এদের দমন করা যাচ্ছে না।

শুধু সবজি নয়, ফুল চাষেও কঠিন অবস্থা। কেউ কেউ বলবেন গরমে তো ফুল চাষে ব্যাঘাত হয়েই থাকে। কিন্তু এ-বছর অস্বাভাবিক তাপপ্রবাহে অন্যবার গরমে ফুলের যা স্বাভাবিক ফলন থাকে এবার তাও ব্যাপক হারে নেমে গিয়েছে। অন্যান্য বছরে মার্চ মাস থেকেই দক্ষিণী বাতাসে ফুলের ফলন ভাল হয়। এবার সেই দক্ষিণী বায়ু তো বয়েই নি, উপরন্তু উত্তরভারত থেকে আসা তাপপ্রবাহে ফলন ব্যাপক হারে কমে গিয়েছে রজনীগন্ধা, জুঁই, দোপাটি, অপরাজিতা, গাঁদা প্রভৃতির। সব চেয়ে বড় কথা জল সেচ দিয়েও এসব ফুলের চাষ ঠিকমতো হয় না।

তবে কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একমাত্র ঝিঙে চাষে নাকি কোনও সমস্যা নেই। এই প্রবল তাপেও আগামী দিনে ঝিঙের ফলন লাভ জনক হতে পারে। জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় মাসে এই ঝিঙের বীজ বুনতে হয়। তবে ঝিঙে ধরার সঙ্গে সঙ্গে যে রোগ পোকার আক্রমণ হয় তা থেকে সজাগ থাকলে হবে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সুন্দরবন অঞ্চলে বিভিন্ন ব্লকে এবারের অতিরিক্ত দাবদাহের সঙ্গে উপরন্তু উপদ্রব হয়ে দাঁড়িয়েছে শুকনো নোনা হাওয়া। কাকদ্বীপ, সাগরদ্বীপ, নামখানা ব্লকের ঝলসা রোগের আক্রমণে কাঁচালঙ্কা, উচ্ছে, ঝিঙে চাষ রীতিমতো ক্ষতিগ্রস্থ। উত্তর ২৪ পরগনার একটা বড় অংশে জৈষ্ঠ্য মাসে উৎপন্ন হয় বেগুন। কিন্তু বৃষ্টি না থাকার ফলে চারা গাছ ঝিমিয়ে পড়ছে।

ফলে অপরিণত বেগুন তুলে ফেলা ছাড়া কোনও উপায় নেই। এই গরমে গাছ শুকিয়ে টমেটোও খসে পড়ছে।

REGD. NO. WB/SC-279 R. N. I. NO. - 13709/66

ক্রীড়া বার্তা

অর্থনৈতিক বিক্ষোভের পাশাপাশি মাদক ও ডেঙ্গু সমস্যায় নাজেহাল ব্রাজিল

বিশ্বকাপ ফুটবল ২০১৪

নিজস্ব প্রতিনিধি: এতদিন জানতাম ফুটবলই তাঁদের সকালের ব্রেকফাস্ট, রাতের ডিনার। ফুটবলই তাঁদের বাইবেল। ব্রাজিলবাসীর বাঁচার মূল অবলম্বনই ফুটবল। অথচ আজ যখন ব্রাজিলে ৬৪ বছর পরে আবার বিশ্বকাপ ফুটবল হতে চলেছে তখন দেখা যাচ্ছে দেশের মাঠে বিশ্বকাপ হওয়ার বিরুদ্ধে সরব লাখ লাখ ব্রাজিলবাসী। মূল কারণ, দেশের বিশাল অর্থনীতি। দেশে বেকারত্ব বাড়ছে, দ্রব্যমূল্য আকাশ ছোঁয়া। তার মধ্যে বিশ্বকাপ ফুটবলের মতো রাজসূয় যজ্ঞ করার অর্থের অপচয় বলেই মনে করেন অধিকাংশ ব্রাজিলিয়ান। তার ফলে গত কয়েক ছ'মাস ধরে ব্রাজিলের সর্বত্র তীব্র বিশ্বকাপ বিরোধী বিক্ষোভ চলছে। এর মধ্যেও ব্রাজিল সরকারকে আরও অপ্রস্তুতে ফেলতে চলেছে নানা প্রশাসনিক অব্যবস্থা।

যানবাহন নিয়ে চূড়ান্ত দূরাবস্থায় পড়তে চলেছেন ব্রাজিলবাসী। এদেশে পরিবহণ ব্যবস্থা মূলত বাস অথবা গাড়ি। দূর শহরে যাওয়ার জন্য একটু সম্পন্ন মানুষেরা বিমানই ব্যবহার করেন। বিশ্বকাপের সময় স্বাভাবিকভাবেই টিকিট দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাবে। জরুরী অফিস সংক্রান্ত কিংবা চিকিৎসার ব্যাপারে অন্য শহরে যেতে গেলে বিমানের টিকিট কীভাবে পাবেন তা নিয়ে মানুষের মাথায় হাত পড়ে গিয়েছে। এত বেশি বিমান চলাচল করলেও অধিকাংশ বিমানবন্দরই উঁচু মানের নয়। বিমানবন্দর সম্প্রসারণের জন্য প্রচুর কর আদায় করা হয়েছিল কিন্তু সেইভাবে কাজ হয়নি।

অপরদিকে বেশ কিছু মানুষ বলছেন আমাজন অববাহিকায় যেসব স্টেডিয়াম তৈরি হয়েছে সেগুলি ভবিষ্যতে কি কাজে লাগবে। এর মধ্যেই সরকারের বড়কর্তাদের আরও চুল ছেঁড়ার মতো অবস্থা হয়েছে একদিকে মাদক সমস্যা অপরদিকে ডেঙ্গু জ্বরের আশঙ্কায়। দেশের চিকিৎসক মহল বলছেন, 'এল নিনো' যা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তাতে জুন-জুলাই মাসে তাপপ্রবাহ আরও বাড়বে। পাল্লা দিয়ে বাড়বে আর্দ্রতাও। আমাদের দেশে এই মুহূর্তে যে তাপপ্রবাহ চলছে তার পিছনেও রয়েছে এই এল নিনো'র প্রভাব। ব্রাজিলের দক্ষিণ ও পূর্বদিক যেখানে সাওপাওলো, বেলো, হরাইজেন্ট'র মতো দেশের মহানগরী ও বৃহৎ স্টেডিয়ামগুলি রয়েছে সেখানেই এই গরমের প্রভাব বাড়তে পারে। তার ফলে রীতিমতো অসুবিধায় পড়বে ইংল্যান্ড-সহ উত্তর ইউরোপের দেশগুলি। এর ওপর হানা দিতে পারে ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণু। ব্রাজিলের চিকিৎসক মহল মনে করছে, জুন-জুলাইতেই বিশ্বকাপ চলাকালীন ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়বে। তার জন্য দেশ জুড়ে ভ্যাক্সিন দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন তাঁরা। তবে শুধু দেশবাসী বা ৩২টি দলের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তারা নন, বিশ্বকাপ উপলক্ষে ব্রাজিলে হাজির হবেন হাজার হাজার অতিথি অভ্যাগত। প্রতেকটি মানুষকে বাধ্যতামূলক ভ্যাক্সিন দেওয়ার ব্যবস্থা

(এরপর সাতের পাতায়)

কবাডিতেও এবার বিশ্বজুড়ে পেশাদারী লিগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্রিকেট আইপিএল-এর মতো এবার কবাডিতেও শহরভিত্তিক পেশাদারী লিগ চালু হতে চলেছে। মূলত, ভারতীয় উপমহাদেশ ভিত্তিক এই খেলাটি তৃতীয় বিশ্বে বিস্তৃত হওয়ার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। কারণ, দারিদ্রসীমার নিচে থাকা মানুষেরাও এই খেলায় খুব সহজে সুযোগ পেতে পারেন। তা সত্ত্বেও এতদিন বিশ্বজুড়ে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কিন্তু আগামী দিনের এই পেশাদারী লিগ আশা করা যায় খেলাটিতে নতুন দিগন্তের অভ্যুদয় ঘটাতে পারবে। ১০০ জন খেলোয়াড়কে এই লিগে অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে। এই প্রথম কয়েক কোটি টাকার বিনিয়োগ হতে চলেছে এই খেলায়। আগামী জুন মাসে শুরু হওয়া এই খেলাটি কিন্তু শুধুমাত্র ভারতের কয়েকটি শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বিভিন্ন দেশের মোট ১৪টি শহরকে এই খেলার ভেনু হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে বলে বিশ্ব কবাডি লিগের সিইও রামন রাহেজা জানিয়েছেন। এ-প্রসঙ্গে ২০১০-এ গুয়াংঝৌ-তে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসের কবাডিতে সোনা জয়ী ভারতীয় দলের অধিনায়ক রাকেশ কুমার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, কবাডি লিগ চালু মানেই আমাদের নাম রাতারাতি ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে তা নয় কিন্তু খেলার দর্শক অনেক বাড়বে তো বটেই, তার ওপর খেলোয়াড় ও ক্রীড়া সংস্থাগুলি আর্থিকভাবে অনেকটা স্বয়ম্ভর হয়ে উঠতে পারবে। ভারতীয় রেলে টিকিট ইন্সপেক্টর পদে কাজ করা রাকেশ কুমার আরও বললেন, আমরা শুধুমাত্র যখন এশিয়ান গেমসের শেষ পর্যায়ে খেলি তখনই টিভিতে এই খেলা দেখানো হয়। কিন্তু এই লিগের খেলা যেহেতু ক্রীড়া চ্যানেলগুলি তাদের পেশাদারী দক্ষতা নিয়েই প্রদর্শন করবে তখন স্বাভাবিকভাবেই দর্শক ও জনপ্রিয়তা বাড়তে বাধ্য।

বিগ-শো নামের সার্থকতা প্রমাণ করছেন ম্যাক্সওয়েল

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবারের আইপিএল-এ পাঞ্জাব দলের হয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করা গ্লেন জেমস ম্যাক্সওয়েল-কে দলের সহ খেলোয়াড়রা ডাকেন 'বিগ-শো-ম্যাক্সিস্মার্ট' বলে। আসলে অস্ট্রেলিয়ার টিভিতে ষাটের দশকে গেটস্মার্ট নামে একটি জনপ্রিয় টিভি শো হত, তার অনুকরণেই ১৮২ সেন্টিমিটার লম্বা ডান হাতি ব্যাটসম্যান ও অফব্রেক বোলারের এই নাম। ১৯৮৮ সালের ১৪ অক্টোবর মেলবোর্নের কিউ নামক শহরতলিতে জন্ম নেওয়া অস্ট্রেলিয় ক্রিকেটারটি প্রথম নজর কাড়েন শেফিল্ড শিল্ডে ভিক্টোরিয়া দলের হয়ে। তবে তাঁর মেলবোর্ন শহরে ফিৎজরয় ডনকাস্টার ক্লাবের হয়ে। ডানহাতি অফ স্পিন বোল পাশাপাশি ব্যাটিংয়ে মোটামুটি পারদর্শীরূপে প্রথম সাফল্য পান একদিনের ক্রিকেটে। ২০১১ সালে ওই দেশের আন্তরাজ্য ক্রিকেটে তাঁর করা ১৯ বলে ৫০ রান এখনও পর্যন্ত ওখানকার ক্রিকেটে দ্রুততম অর্ধ সেঞ্চুরি। এর পরে হংকং-এ একটি টুর্নামেন্টে অস্ট্রেলিয় দলের হয়ে প্রথম খেলার সুযোগ পান। ২০১১-১২'র অস্ট্রেলিয় টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতা বিগ ব্যাশ লিগে মেলবোর্ন রেনিগেড দলের হয়ে খেলার সুযোগ পান। ওই বছরই ইংল্যান্ডে হ্যাম্পশায়ার দলের হয়ে টি-টোয়েন্টি খেলায় নজর কাড়েন। গত ২০১৩ মরশুমে মার্চে আইপিএল-এ মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স টিমে সই করেন দশ লক্ষ ডলারে। এর পরেই তাঁর ভাগ্য খুলে যায়। পরের মাসেই হায়দ্রাবাদে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্টে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান।

তবে এক বছর আগেই তিনি ব্যাগিগ্রিন পরার সুযোগ পেয়েছিলেন আরব আমিরশাহিতে অনুষ্ঠিত আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একদিনের আন্তর্জাতিকে। দ্বিতীয় ম্যাচেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁর অপরাজিত ৫৬ রান জয় এনে দেয় দলকে। এরপরেই তিনি ২০১২'র টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পান। সেখানেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলা দিয়ে শুরু হয় তাঁর টি-টোয়েন্টি কেরিয়ার। ২০১৩'র শুরুতেই দেশের মাঠে ওয়েস্টইন্ডিজের বিরুদ্ধে তাঁর পারফরমেন্স নজর কাড়ে সকলের।

(এরপর সাতের পাতায়)

মনের খেয়াল

আঁকতে আঁকতে ম্যাজিক

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

একজন বন্ধুকে দেখিয়ে প্রথমে সাদা কাগজে পেন্সিল দিয়ে ১ নম্বর ছবির মতন একটা ইঁদুর আঁকো। বন্ধুকে নম্বর ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ওইরকম ভাঙা ভাঙা লাইন দিয়ে হাতির শরীরের অংশ আঁকো। তারপর ভাঙা লাইনগুলো জুড়ে দাও।

বন্ধু দেখবে তুমি ইঁদুরের ছবিকে হাতির ছবি করে

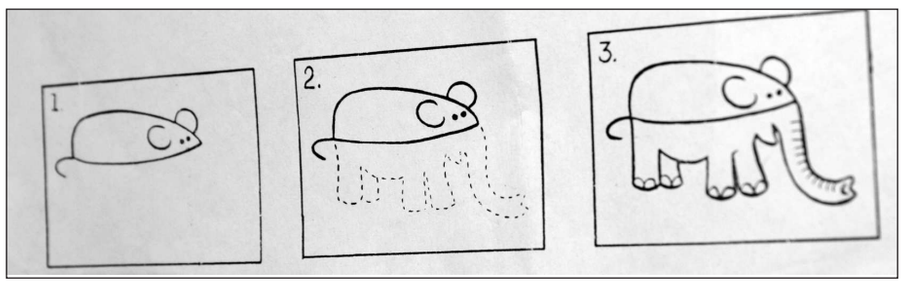

বল তুমি ম্যাজিক জানো। ইঁদুরকে তুমি হাতি করে দিতে পারো! বন্ধু একথা শুনে নিশ্চয়ই মজা পাবে, সে হাসবে। এখন বল 'তাহলে দেখো'। এই বলে ২ দিয়েছ। অতঃপর এখন তুমি গান ধরতে পারো 'চল চল চল মেরে সাথী, ও মেরে হাতি...'। আঁকাটা একটু অভ্যেস করে নিও।

ভুতোর ভবিষ্যৎ

হাত দুটো লিকলিকে, ঠ্যাং দুটো যা রোগা,
তুই ভুতো হবি ঠিক, পুলিশ বা দারোগা।
পেটে পিলে, হাড়গিলে, মাথা ঘোরা দৈনিক,
– বড় হয়ে হবি তুই মিলিটারি সৈনিক।
বুকে হাড় গোণা যায়, মুখে ম্যাপ নকশা,
– তুই ভুতো হবি ঠিক বিখ্যাত বক্সার।
রোগে ভোগা দেহ তোর, ওস্তাদ কুস্তির।
জামা-প্যান্ট খুলতেই দিস নাকি দশ টান
বড় হয়ে হবি তুই, নামকরা মস্তান।
এ জীবনে কোনওভাবে যাস যদি উতরে
– মরে গেলে তুই ভুতো, হবি ঠিক ভূতরে।

অয়ন পণ্ডিত
বেহালা রবীন্দ্রনগর

সুমন দাস, ছাত্র, কেয়ার অ্যান্ড কাউন্সিল

ক্ষুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

লেডিস স্পেশাল ট্রেন

যাওয়া আসার পথে-পথে

দীপক কুমার বড়পণ্ডা

সেদিন লোকশিল্পী সরযূবালা পাল-এর বাড়ি গিয়েছিলাম। ওঁর বাড়ি বিধাননগর স্টেশনের পাশে। ফেরার সময় ভাবলাম, বিধাননগর থেকেই ট্রেনে উঠি। স্টেশনে শিয়ালদহ দত্তপুকুর ট্রেনটা ঢুকতেই হুড়মুড় করে উঠে পড়লাম ভেন্ডার কামরায়। ওটা লেডিস স্পেশাল ট্রেন। এই লেডিস স্পেশাল ট্রেনগুলোয় শুধু ভেন্ডার কামরায় পুরুষরা যাতায়াত করেন – তাই কামরাটা ভিড়ে থকথক করছে। কিন্তু বিষয়টাতো বেআইনি এবং অসম্মানের। উঠে পড়ে তাই ভাবছি, কী করি? কিন্তু দমদমে নামতে গেলে আরও বিপদ। ওখানে পুলিশ ধরবেই। এইসব ভাবছি, আর ঘামছি। এমনসময় খেয়াল করলাম, মধ্যপঞ্চাশের একজন লোক চিৎকার করে বলছেন, 'লেডিস স্পেশাল ট্রেন চালানো যাবে না। লেডিসরা হাওয়া খেতে খেতে যাবে, আর আমরা এত কষ্ট করে যাব কেন? এটা বেআইনি।' কেন জানি তিনি আমার নজর বারে বারে আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিলেন। তা বললাম, 'আপনি খেয়াল করছেন না, আমরা এখানে যতজন আছি এই ট্রেনে চড়ে সবাই বেআইনি কাজ করছি। দমদমে আপনাকেও পুলিশ ধরবে। রেল দফতর কী করলে ভাল হবে, ওরা বেআইনি কিছু করছে কিনা, এসব পরে ভাববেন।' বললেন, 'আমি তো অতসত জানি না, আমি বহুদিন বাদে ট্রেনে চাপছি।' খুব উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, 'এখন আমার কী হবে? আমার স্ত্রী তো এই ট্রেনেই অন্য বগিতে আছে। আমাকে যদি পুলিশ ধরে তবে ওতো জানতেই পারবে না।' একজন বললেন, 'এখন চুপ করে থাকুন, পুলিশ ধরলে তখন বলবেন, রেলদফতরের বেআইনি কাজের কথা।' পুলিশের নামে ভদ্রলোক কাঁপতে লাগলেন। বললাম, চলুন, এত লোক আছে, কিছু হবে না। যদি কিছু হয়, তখন দেখা যাবে। একজন বললেন, দেখলেন তো নিজেরা অন্যায় করবেন, ভুল করবেন, আবার অন্যকে চোখ রাঙাবেন। ট্রেনটা দমদম স্টেশনে ঢুকল। ভদ্রলোক কামরার ভেতরের দিকে সেঁটে গেলেন। যারা নামল স্টেশনে, পুলিশ তাদের ধরে নিয়ে চলে গেল।

ডোন্ট নো

এখন আমরা দেখি, কেমন ভুল হলেও বাংলার মধ্যে ইংরেজি বলার সাংঘাতিক একটা প্রবণতা হয়েছে। এই খিচুড়ি প্রবণতাতে অনেকেই আপত্তি জানিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ব্রতচারী আন্দোলন খ্যাত গুরুসদয়ের খুব নাম আছে। তিনি পরিষ্কার করে বলতেন, খিচুড়ি ভাষায় কথা বলা যাবে না। যাইহোক এসব কথায় কারোর কিছু যায় আসে না। ট্রেনে-বাসে মানুষের কথা শুনলে বোঝা যায় না, যিনি কথা বলছেন, তাঁর মাতৃভাষা কী, কিংবা তিনি আসলে কোন ভাষায় কথা বলছেন।

এত কথা বললাম, যে কারণে এবার সেই কথাটা বলি। কয়েকদিন আগে বাসে যাচ্ছি। আমার সামনের সিটের পাশে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। জামার পকেট থেকে সেটা বার করলেন। ফোনটা বেরোল, সঙ্গে একটা কাগজ বেরিয়ে এল এবং নিচে পড়ল। ভদ্রলোক সেটা তুলতে গেলেন, কিন্তু এর আগেই সিটে বসা ভদ্রলোক সেটা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোকের হাতে দিলেন। দাঁড়ানো ভদ্রলোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ। যিনি তুলে দিলেন, তিনি বললেন, 'ডোন্ট নো'।

কেমন ভ্যাবাচাকা খেলাম। মানে একি কথা! যাঁকে বলা হল, তিনিও খুব অস্বস্তিতে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর ব্যাপারটা অনুমানে বোঝা গেল। ভদ্রলোক বলতে চেয়েছিলেন, 'নো মেনসন প্লিজ'। কিন্তু অনভ্যাসে বলেছেন, 'ডোন্ট নো'।

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রকঃ** সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন – ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।